



# দাবানল

বা

হরিশচন্দ্র

ব্রজেন দে



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

# দানবীর বা হরিশ্চন্দ্র

[ পৌরাণিক নাটক ]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত

কলিকাতার হুপ্রসিদ্ধ  
ভোলানাথ অপেরা কর্তৃক অভিনীত

মূল্য দুগ্ধে প্রচুর +  
পাইকারী পুস্তকবিস্তার  
ডায়মন্ড লাইব্রেরী  
৩৬৮, রবীন্দ্র সরণি, কলিকাতা-৬

প্রসাদ ভট্টাচার্য রচিত সামাজিক নাটক

সাধু ও শয়তান

বার্ভজী বধু ● অহল্যার ঘুম ভাঙছে

যে আশুন জ্বলছে ● মালা-চন্দন

পৌরাণিক নাটক

পুজারী দানব ● ভক্ত ও ভগবান

ধামাও অগ্নিযুদ্ধ ● কুরুক্ষেত্রের কান্না

রক্তের আলপনা

রজন দেবনাথ রচিত সামাজিক নাটক

সন্ধ্যা-প্রদীপ-শিখা ● সাগরিকা

গাঁয়ের মেয়ে গঙ্গা ● কুলি

জাল সন্ন্যাসী ● চরিত্রহীন

কসাইখানার মা

জিতেন বসাক রচিত সামাজিক নাটক

পদ্মদীঘির মেয়ে ● জীবন্ত পাপ

নির্মল মুখার্জী রচিত সামাজিক নাটক

স্ত্রী ও পরস্ত্রী ● মানবী দেবী

মা তুমি দেবী ● কাঁদে অভাগিনী মা

বরণীয়া বধু ● মরমো বঁধু

নিষিদ্ধ প্রণয়

চণ্ডী ব্যানার্জী রচিত সামাজিক নাটক

পাষণ প্রতিমা ● নিষিদ্ধ সমাজ

প্রেম আছে প্রিয়া নেই

অজিত ভট্টাচার্য রচিত সামাজিক নাটক

ছদ্মবেশী পাপ

ডায়মণ্ড লাইব্রেরীর পক্ষে

শ্রীসাধুচরণ শীল

কর্তৃক প্রকাশিত

—ব্রজেনবাবুর—

নেকড়েয় খাবা

দেবতার গ্রাম

সমাজের বলি

স্বামীয় ঘর

—প্রসাদবাবুর—

কেন এই রক্তপাত

মোগলহাটের সন্ধ্যা

বাসরে বিধবা বধু

রক্তাক্ত বিপ্লব

সম্রাট ও মতী

প্রচ্ছদ :

সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :

গোয়ী আনা

কে. পি. প্রিন্টার্স

২বি, গোয়াবাগান ষ্ট্রিট,

কলিকাতা-৭০০০০৩

# ভূমিকা

সুপ্রসিদ্ধ ভোলানাথ অপেনায় কৃতিত্বের সহিত অভিনীত “রাজর্ষি” নাটক পরিবর্তিত আকারে ‘দানবীর’ নামে প্রকাশিত হইল। ‘রাজর্ষি’ ভিন অঙ্কে সম্পূর্ণ ছিল, ‘দানবীর’ পঞ্চাঙ্ক পূর্ণাঙ্গ নাটক; ইহার মধ্যে পূর্বোক্ত নাটকের দৃশ্যগুলি অবিকল বজায় আছে, কেবল অতিরিক্ত কয়েকটি দৃশ্য সন্নিবেশ করিয়া প্রকাশ করা হইল। নবকলেবরে নাটকখানি অভিনয় করিয়া দেখা গিয়াছে, মূল নাটকের ঐশ্বর্য ছাড়া ক্ষতি হয় নাই।

পুণ্যাক্রমিক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের এই কাহিনীর সহিত হিন্দুর কত বেদনা, কত আনন্দ বিজড়িত। স্বর্গে হরিশ্চন্দ্রের স্থান হইল না বটে, কিন্তু কোটি কোটি হিন্দুর অন্তরে তাঁহার গৌরবের আসন কোনদিন টলিবার নয়। কত কবি, কত নাট্যকার এই পুণ্যকাহিনী সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদের উপর রঙ ফলাইতে চাহিয়াছি, তাহা নয়। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কার্য বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আঁকিয়া ফেলিয়াছি।

হরিশ্চন্দ্র ভুল করিয়াছিলেন বিনা বিচারে ঋষির বন্দিনীগণকে মুক্ত করিয়া। রাজার কর্তব্য আগে বিচার, তার পরে ব্যবস্থা। এই সামান্ত ভুলের জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ দানের মহিমাই তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বামিত্রও যে ভুল করিয়াছিলেন, তাহার বিচার হয় নাই। বন্দিনীগণ ত্রিবিছাই হউক কি সাধারণ নারীই হউক, তাহারা যদি ভপোবনে শৃঙ্খলাভঙ্গ করিয়াই থাকে, তাহাদের শাস্তি দেওয়ার কথা রাজার, প্রজার নহে। মহর্ষি যদি একথাটা মনে করিতেন, তাহা হইলে এতবড় করুণ কাহিনী গড়িয়া উঠিত না। এ নাটকে একটা সহজ প্রশ্ন সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে, ক্ষত্রিয় যদি ভপশ্যার বলে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, ব্রাহ্মণই বা অপকর্মের ফলে চণ্ডাল হইবে না কেন? অস্পৃশ্যতার যে ক্রন্দ সভ্যতার ললাটে পঙ্কতিলক আঁকিয়া দিয়াছে, তাহার মূলেও এই সমস্যা।

পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বিশ্বামিত্রও যে হরিশ্চন্দ্রকে সর্বহারা করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এ যুক্তি একেবারেই অচল। অচল বলিয়াই সমগ্র সমাজের এই প্রশ্ন—ভুলের শাস্তি কি অভাগা হরিশ্চন্দ্রের জন্যই, ঋষি বিশ্বামিত্রের জন্য নয়? ইতি—

# চরিত্র পরিচয়

## —পুরুষ—

বিশ্বামিত্র	...	...	ঋষি ।
শিবায়ন	...	...	ঐ শিষ্য ।
হরিশ্চন্দ্র	...	...	অযোধ্যার রাজা ।
রোহিতাশ্ব	...	...	ঐ পুত্র ।
রঘুদেব	...	...	ঐ যাত্রী ।
সমরসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি ।
দেবব্রত	...	...	ঐ রাজকর্মচারী ।
রত্নাকর	...	...	ঐ বিদ্বান ।
বিজ্ঞান	...	...	রত্নাকরের পুত্র ।
রামলগন	...	...	চণ্ডাল ।

দেবানীষ, গ্রহরাজ, ভিক্ষুক, সৈন্তগণ ও রক্ষীগণ ।

## —স্ত্রী—

শৈব্যা	...	...	অযোধ্যার রাণী ।
কাবেরী	...	...	সমরসিংহের স্ত্রী ।
কাত্যায়নী	...	...	রত্নাকরের স্ত্রী ।
অঞ্জলি	...	...	মৃতিমতী ভাগশক্তি ।

রাজলক্ষ্মী, ত্রিবিম্বা ও প্রতিবেশিনী ।

। অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্তন সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ ।

পুরস্কার প্রাপ্ত দ্বাত্রার নাটক

অহলার ঘুম ভাঙছে/নিষিদ্ধ প্রণয়/ছদ্মবেশী পাপ  
লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে/কসাইখানার মা/হজুর বিচার চাই



আরতি ।

অসহ দহনে মুদিয়াছ আঁখি

ঘুমো রে মাণিক ঘুমো,

শিয়রে তোমার জমা থাক শুধু

উপহার সনে চুমো ॥

—বাবা

---

আপনি কি প্রকৃত স্ন-অভিনেতা হতে চান ?

‘অভিনয় চর্চা’ সম্পর্কিত তালিম নিয়ে দর্শকের দরবারে হাজির  
হয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মুকুট ও মানপত্র ছিনিয়ে আনুন ।

বিভিন্ন নাট্যশালা ও নাট্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক

‘অভিনয় চর্চা’র পুস্তক হিসাবে চিহ্নিত এবং

আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত

ত্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত

**অভিনয় শিক্ষা**

॥ মূল্য—চল্লিশ টাকা ॥

---

# সর্বজনপ্রিয় ও উচ্চ প্রশংসিত বিভিন্ন স্বাদের যাত্রার নাটক

## পৌরাণিক নাটক

ব্রজেন বাবু- রক্তের আলপনা, শঙ্খচূড়বধ বা দেবতার শ্রাস, কুরুক্ষেত্রের আগে, সীতার কনবাস বা স্নানস্নান, দানবীর বা হরিশচন্দ্র, গন্ধর্বের মেয়ে, সারথি বা কৃষ্ণ-শকুনি, প্রবীরার্জুন বা মাতৃপূজা, লীলাবসান। প্রসাদ ভট্টাচার্য- পূজারী দানব, শ্রীকৃষ্ণনিমাই, গন্ধার পুত্র ভীষ্ম, ধামাও অমিয়ুধ, ভক্ত ও ভগবান, কুরুক্ষেত্রের কামা, মহাতীর্থ কালীঘাট। বিনয় বাবু- পণমুক্তি, ফুলরা (মা) গুরুদক্ষিণা, সপ্তপুত্রের মেয়ে।

## ঐতিহাসিক নাটক

ব্রজেনবাবু- কালো সওয়ার, জাহাঙ্গীর শাহ, ভৈরবের ডাকে, নেকড়ের থাবা, জনতারমুকুট, সতীর ঘাট, বর্নী এল দেশে, বাকীর রাণী, রাজসন্ন্যাসী, চাঁদের মেয়ে, রূপবতী বা গাঁয়ের মেয়ে, রক্তভিলক, কেশের বানী, চাষার ছেলে, বঙ্গবীর, ভক্তকবি জয়দেব, বিচারক, ভারততীর্থ, রক্ত-সিঁপাসা। প্রসাদবাবু- লুটেরা বান্দা, হারেমের কামা, কালাশের, সম্রাট ও সতী, রক্তাক্ত বিপ্লব, এক ফোঁটা রক্ত, কেন এই রক্তপাত, বিদ্রোহী বান্দা, মোগলহাটের সন্ধ্যা, বাংলার ডাকাত, বাঙালী আজও কাঁদে, অজ্ঞেয় বাঙালী, শেষ অভিযান, পরাজিত সম্রাট, সাত খুন মাক। অমরপ্রেম, সেলাম দিল্লীর মসনদ।

## আকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত

## অভিনয় শিক্ষা

ভৈরববাবু- রক্ত দিয়ে গড়া, রক্ত ঝাগির ঘাট, খুনের জবাব। গৌরভড়- বৌবেগম, কঠহার, কায়দে, ভাঙগড়া। শিবাজী রায়- একমুঠো আগুন, বাদশা-বাঁদী, জলন্তপ্রাসাদ। আনন্দময়- নাদির শাহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, জীবনতৃষ্ণা। দেবেন নাথ- ক্ষুধির কঙ্কাল, বাঙ্গাদিত্য, মৃত্যুবাসর, ছেলে কার, সূর্যহল, গরমিল।

## সামাজিক নাটক

ব্রজেন দে- স্বামীর ঘর, সমাজের বলি। জিতেন বসাক- জীবন্ত পাপ, দেনা পাওনা, পদ্মদিঘির মেয়ে। নির্মল মুখার্জী- বরগীয়া বধু, স্ত্রী ও পরস্ত্রী, মা ভূমি দেবী, বারবনিভা বধু, জীবন থেকে নেওয়া, গরীব কেন মরে, মমতাময়ী মা, মানবী দেবী, মরমী বধু। প্রসাদবাবু- মালা-চন্দন, বাসরে লিখবা বধু, সাধু-শয়তান, নীড় ভাঙা ঝড়, পলাশভাঙার বৌ, হতভাগিনী মা, মানুষ না জানোয়ার, যে আগুন জ্বলছে, সোনা ভাঙার মেয়ে। কমলেশ বাবু- সোনা বৌ, দুঃস্বপ্নের রাত্রি, নীচের পৃথিবী, মানুষ নিকে খেলা। চতীবাবু- পাষাণ প্রতিমা, প্রেম আছে প্রিয়া নেই, নিষিদ্ধ সমাজ, পতিভা যদি যা হয়, রক্তবরা রাত্রি, হকার, বাতাসী। দেবেন বাবু- মৃত্যুর চোখে জল, সাঁইসিরাজ বা লালন ফকির। রজন বাবু- গাঁয়ের মেয়ে গন্ধা, কুলি, পাগলা ডাক্তার, চরিত্রহীন, সাগরিকা, বিবেকের চাবুক, সূর্যসাকী, সাজাহান আজও কাঁদে, জীবন-মরুপ্রান্তে বা জাল সন্ন্যাসী, সন্ধ্যা-প্রদীপ-শিখা, পরস্ত্রী, স্বামী-সংসার সন্তান, বিদ্রোহী বাংলা, লাক্ষিতা জননী। কানাই নাথ- মায়ার বাঁধন, মা ও ছেলে, নিয়তির অভিলাষ, বাঙ্গালী বধু। অনিল বাবু- বাঙ্গালী ডাকাত, রাজবিদ্রোহী, চাবুক, সতীর চোখে জল। জ্যোতির্ময় দে- বিশ্বাস- হজুর বিচার চাই, লজ্জাটো মেয়ে, শবুয়ের তীটে স্বর্ণ, অহল্যার খুন ভাঙছে, নিষিদ্ধ প্রণয়, কসাই খানার মা, ছদ্মবেশী পাপ।

॥ ডায়মন্ড লাইব্রেরী ॥ ৩৬৮ রবীন্দ্রসরণী

কলিকাতা- ৭০০০০৬ ॥ পোস্ট বক্স নং ১১৪৪৯



# দানবীর

## প্রথম অঙ্ক

মানুষ খুজিছ'ব

শুভলগ্নের সান

প্রথম দৃশ্য

সমরসিংহের গৃহ

কাবেরীর প্রবেশ।

কাবেরী। উঃ, রাণীর এত ঐশ্বর্য! কি ছার আমার বৈভব-সম্ভার।  
রাণীর কাছে আমি কত ক্ষুদ্র, কত দীন! কেন ভগবানের এ অবিচার?  
রূপে গুণে আমার পদনথের যোগ্য নয়, সেই শৈব্যা হলো অযোধ্যার রাণী,  
আর আমি তার একটা তুচ্ছ সৈন্যধ্যক্ষের স্ত্রী—তার চরণের দাসী! মিথ্যা  
—সব মিথ্যা। রাণী না হলে জন্মই নিফল।

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। কাবেরী! তুমি রাজপ্রাসাদ থেকে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করেই চলে  
এসেছ?

কাবেরী। কেন আসবো না? রাণীর দাসীরা আমার দিকে আঙুল  
দেখিয়ে চুপিসারে কথা বলতে লাগলো। রাণী সর্বাঙ্গে বিশ্বের অলঙ্কার  
জড়িয়ে আমার অভ্যর্থনা করতে এলো। আমি কি তার অর্থ বুঝি না?  
এ শুধু আমার দীনতাকে ব্যঙ্গ করা। আমি ভিক্ষুকের স্ত্রী, আজ উচ্চাসনে  
বসেছি, দরিদ্র মজ্জিকন্তারূপে গৃহ আলোকিত করেছি, এই আমার অপরাধ,  
তারা শুধু এই কথাই বলতে চায়।

সমর। তুল'বুঝেছ কাবেরী! মহারাণী শৈব্যাকে তুমি জান না।

এ রাজভক্তি ছিল না! সমরসিংহ বুঝি ছুঁখানা বেশি কটি ছুঁড়ে দিয়েছে, তাই কুকুরের মত তার পদলেহন করতে আরম্ভ করেছে?

দেবব্রত। রঘুদেব! না যাও, এও আমি গায়ে মেখে নিলাম। যতই উদ্ধত হও, তবু তুমি বৃদ্ধ; তা না হলে এই মুহূর্তে এই তরবারি তোমার শিরশ্ছেদ করতো। কিন্তু মনে রেখো, বেশি উত্থাপন করলে আমাকে তরবারিই ধরতে হবে।

রঘুদেব। আর তুমিও মনে রেখো, যার কাছে তুমি তরবারি ধরতে শিখেছ, তাকে শিক্ষা দিয়েছে এই বৃদ্ধ। [ প্রস্থান। ]

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। আগুন—আগুন, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

দেবব্রত। কে রক্ষা করবে? ওরে জটাবহনধারী ভিক্ষুক! রাজার ভাণ্ডারে তোদের জন্য আর এক কণা করুণাও সঞ্চিত নেই। তার চেয়ে ভালি ভরে অভিশাপ নিয়ে আর, দেখি তোদের আগে আমার দেহটা ভস্মীভূত হয়ে যায় কি না!

নেপথ্যে। আগুন—আগুন!

দেবব্রত। ওঃ, একি বীভৎস দৃশ্য! আশ্রমের রুদ্ধ কুটিরে না জানি কত হুয়ুপ্ত দেবকুমার মৃত্যুর কোলে চলে পড়েছে। কি করলে তুমি সমরসিংহ? মহর্ষি বিশ্বামিত্র! তুমিও কি মরেছ?

রঘুদেবের সাহায্যে অর্ধদগ্ধ শিবায়নের প্রবেশ।

শিবায়ন। ছাড়—ছাড় বৃদ্ধ! কে তুমি দুর্জয় শত্রু, আমাকে আমার ভাই-বন্ধুদের স্নেহের বেষ্টন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এলে? তারা সবাই রুদ্ধঘরে অসহায় আর্তনাদে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে, আমি কি তাদের সঙ্গে মরতে পারতাম না?

রঘুদেব। কুমার! বসো—বিশ্রাম কর।

শিবায়ন। বিশ্রাম করবো? আমার হৃৎ-হৃৎখের সাথে, আমার ভাই-বন্ধু সব কালের কোলে বিশ্রাম লাভ করলে, তাদের তৃপ্তি মুখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দিতে পারলাম না, আর আমি বিশ্রাম করবো এই নীতল বহুমতীর জামল অঞ্চলে? না, আমি মরবো। দোহাই তোমার বৃদ্ধ, আমার ছেড়ে দাও, আমি অন্তত ওদের মৃতদেহগুলোর ওপর এক ফোঁটা চোখের জল ফেলে আসি।

রঘুদেব। তার আগে যারা নির্দোষ আশ্রমবাসীদের ওপর এই নৃশংস অত্যাচার করেছে, তাদের দেহ ভস্মীভূত করতে পার?

শিবায়ন। ই্যা—বলতে পার, কার এই অত্যাচার?

দেবব্রত। আমার।

শিবায়ন। তুমি কে?

দেবব্রত। রাজভৃত্য।

শিবায়ন। কে রাজা?

দেবব্রত। বীরবর সময়সিংহ।

শিবায়ন। মিথ্যা কথা। রাজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র, সময়সিংহ তার প্রতিনিধি—আজ্ঞাবাহী ভৃত্য মাত্র।

দেবব্রত। সাবধান রাজদ্রোহী!

শিবায়ন। সাবধান হও আভতায়ী! তোমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মহর্ষি আশ্রমে নেই। তা যদি হতো, রাজদ্রোহিতার কঠোর শাস্তি এই মুহূর্তেই হয়ে যেতো। যেদিন তিনি শুনবেন যে তাঁর আশ্রমে তাঁরই অহুগ্রহপুট তোমার সেই অকৃতজ্ঞ প্রভু এই নৃশংস হত্যালীলার অহুষ্ঠান করেছে, সেদিন তোমাদের সে কঠোর শাস্তি আমি কল্পনায়ও আনতে পারছি না। তুমি বৃদ্ধে পারছো না রাজপুরুষ, তুমি শুধু এই আশ্রমটাকেই দগ্ধ করনি, সমগ্র অযোধ্যার ভস্মীভূত হবার পথ পরিষ্কার করে রেখেছ।

রঘুদেব। ঋষিকুমার! যদি অতুমতি হয়, আমার গৃহে চল—তোমার শুক্রবার ব্যবস্থা করি।

শিবায়ন। শুক্রবা! কি শুক্রবা করবে আমার ভক্ত? বাইরে সহস্র প্রলেপ দিতে পার, কিন্তু অন্তরের যা যে শুক্রবার নয়। আমি যাচ্ছি রাজসভায়, সমরসিংহকে জিজ্ঞাসা করবো—কি অপরাধে আমাদের স্থখের ঘরে সে এমন হাহাকারের আশুন জালিয়ে দিলে?

[ প্রস্থান। ]

রঘুদেব। যাও দেবব্রত, ভবিষ্যতের জন্য তুমি প্রস্তুত হওগে যাও।  
[ প্রস্থানোত্তোগ ]

দেবব্রত। দাঁড়াও বৃদ্ধ! তুমি আমার বন্দী।

রঘুদেব। বন্দী করবে? তাতে দুঃখ নেই। যে রাজ্যে হরিশ্চন্দ্র নেই, সমরসিংহ যে রাজ্যের রাজা, সেখানকার আলো-বাতাস আর আমার সহ হচ্ছে না। আগে ওই হতভাগ্যদের সংকারের ব্যবস্থা করি, তারপর আমি নিজেই বন্দিত্ব স্বীকার করবো।

[ প্রস্থান। ]

দেবব্রত। সমরসিংহ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

[ প্রস্থান। ]

— — —

## দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখ

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ ।

বিশ্বামিত্র । আশ্চর্য ! আশ্চর্য !  
স্তব্ধ বিশ্ব, নিস্তব্ধ প্রকৃতি,  
বিস্ময়ে ধামিয়া গেছে বায়ু ।  
এ কি ত্যাগ !  
আপনারে নিঃস্ব করি  
রাখিলে শ্রায়ে মান ।  
কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী আমি যে সন্ন্যাসী,  
হেন ত্যাগ আমারও কল্পনায়  
জাগে নাই কভু । হরিশ্চন্দ্র !  
কোন্ দেবতার মধ্যমণি তুমি,  
মাহুষের আকার ধরিয়া  
আমারে করিতে এলে ছল ?  
ফিরে এসো—ফিরে এসো,  
একবার পায়ে ধরি চাহিলে মার্জনা,  
ফিরে দেবো সাম্রাজ্য-বৈভব ।  
এ কি এ অজ্ঞান !  
মার্জনা কি চাহিবে না রাজা ?  
রাজত্বের আবিলতা চিরদিন  
আমারে করিতে হবে সর্বাত্ম লেপন ?

## গীতকণ্ঠে ত্রিবিচার প্রবেশ ।

ত্রিবিচার ।—

গীত

ওরে নকল ভগবান !

যোমটা দে তুই লাজের মাখায়, চুল দিয়ে ঢাক কাটা কান ।

অহঙ্কারে পাগলপারা, ধরাকে তুই ভাবলি সরা,

মরার দেহে প্রাণ দিতে তুই নিজেরে হলি বাসি মড়া,

আপন দোষে পড়লি কাঁদে, তোর শোকে আজ শেরাল কাঁদে,

ঠেকে শিখে মানবি কি আজ বিধি সর্বশক্তিমান ?

[ প্রস্থান ]

বিশ্বামিত্র । শিবায়ন ! শিবায়ন !

নীরব নিস্তক সব ।

নাহি সাড়া—নাহি শব্দ,

যেন সব কালঘুমে অঘোরে ঘুমায় ।

একি, কোথায় আশ্রম মোর ?

রঘুদেবের প্রবেশ ।

রঘুদেব । তস্ম্যভূত ।

বিশ্বামিত্র । তস্ম্যভূত ! তারপর আশ্রমবাসিগণ ?

রঘুদেব । কেউ মরেছে, কেউ পালিয়ে গেছে ।

বিশ্বামিত্র । মরেছে ! শিবায়নও কি মরেছে ?

রঘুদেব । মরেনি ; তবে মরবার আর বেশি বিলম্ব নেই ।

বিশ্বামিত্র । শিবায়ন ! শিবায়ন !

রঘুদেব । রাজসভায় গেছে আততায়ীকে জিজ্ঞাসা করতে ।

বিশ্বামিত্র । কে আততায়ী ?

রঘুদেব । রাজা সমরসিংহ ।

বিশ্বামিত্র । সমরসিংহ ! যাকে আমি হাতে ধরে সিংহাসনে বসিয়ে গিয়েছি ? রাজপ্রতিনিধির এই ব্যবহার ? আজ দে আমারই আশ্রম ভস্মীভূত করেছে !

রঘুদেব । শুধু তোমার নয় ঋষি, সব ঋষিদেরই আজ এই দশা । রাজ্যময় সে ঘোষণা করে দিয়েছে, এদেশে ঋষির স্থান আর হবে না ।

বিশ্বামিত্র । ঋষির স্থান হবে না ! স্থান হবে তার মত শৃগাল কুকুরের ? সে জানে না যে, এই অটাবকলপরিহিত সন্ন্যাসী ইচ্ছা করলে অমন সহস্র সমরসিংহের দেহ এক মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারে ? এই দীন দরিদ্র ঋষির বিকৃতাকরণ করে সম্রাট হরিশ্চন্দ্র আজ চণ্ডাল—তার পত্নী কুষ্ঠরোগীর ক্রীতদাসী ।

রঘুদেব । কি বললে ? সম্রাট হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল, মহারাণী শৈব্যা কুষ্ঠরোগীর ক্রীতদাসী ?

বিশ্বামিত্র । হ্যা, এইভাবে তারা বিশ্বামিত্রের দক্ষিণার ঋণ পরিশোধ করেছে ।

রঘুদেব । আর তুমি সেই দক্ষিণা দু'হাত পুরে নিয়ে হাসিমুখে ফিরে এসেছ । ঋষি । তুমি করেছ কি ? তোমার পায়ে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে তারা পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে, তাতেও তোমার আশা মিটলো না ? সম্রাট হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডাল সাজিয়েছ, মহারাণী শৈব্যাকে কুষ্ঠরোগীর ক্রীতদাসী করে দিয়েছ ? ওঃ মহারাজ ! মহারাণি ! তোমাদের আজ এই দশা !

বিশ্বামিত্র । এর চেয়ে ভীষণ শাস্তি আমি সমরসিংহকে দেবো ।

রঘুদেব । ঠিক করেছ—ঠিক করেছ সমরসিংহ ; আমি বুধাই তার ওপর অভিমান করেছি । তোমার মত নিষ্ঠুর যারা, এই শাস্তিই তাদের উপযুক্ত ।

বিশ্বামিত্র । শুধু আমার নিষ্ঠুরতাই দেখছো, না ? তার একটা খোঁলের বশে আমার সারা জীবনের সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে গেল, সেটা তার নিষ্ঠুরতা

নয় ? আমি দরিদ্র ফলমূল্যাহারী সন্ন্যাসী বলে তাও আমার সহিতে হবে ?  
অপরোধী রাজার কাছে এই নির্যাতিত সন্ন্যাসীর কি কোন প্রাণ্য ছিল না ?  
এক কোঁটা অহুতাপের অশ্রু, একটু ক্ষমাভিক্ষা ?

রঘুদেব । ক্ষমাভিক্ষা করবে তুমি । হরিশ্চন্দ্র বিজয়ী হয়ে চলে গেছেন,  
অহুতাপ করতে হবে তোমাকে । যদি দেই চণ্ডালের কাছে মার্জনা চাইতে  
না পার, তোমার জপ-তপের এখানেই সমাধি ।

[ প্রস্থান । ]

বিশ্বামিত্র । সমরসিংহ ! দেখি তুমি কতবড় অত্যাচারী ।

[ প্রস্থান । ]

## তৃতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ

কাবেরীর প্রবেশ ।

কাবেরী । বিধিলিপি পূর্ণ এতদিনে ।  
আমি আজ রাজরাণী,  
সাগর-অঘরা ধরা পদতলে মোর ;  
খন জন ঐশ্বর্যসম্ভার,  
অফুরন্ত দিয়াছে দেবতা,  
তবু কেন হৃদয় ভেদিয়া  
দ্বিবাশি ওঠে হাহাকার ?  
অন্তরের অন্তঃস্থল হতে  
কে যেন কহিছে ডাকি—



“ফিরে আয়—ফিরে আয়!”

কোথা স্বামী ? সপ্তদিন পাই নাই  
দরশন তার । চারিদিক হতে  
অভিশাপ কালফণী সম ছুটে আসে ।  
দংশিবারে স্বামীরে আমার,  
মহাযোগী ভোলানাথ  
আকর্ষ করিছে পান তীব্র হলাহল ।  
ভগবান ! ক্ষমা কর ;  
আমার এ চাঁদের হাট  
ভেঙে না অকালে ।

### রঘুদেবের প্রবেশ :

ব্রহ্মদেব ।                      কাবেরী !

কাবেরী । পিতা !

রঘুদেব ।      চূপ ! পিশাচীর পিতা নহি আমি ।

কহ রাণী, এ কি অত্যাচার ।

## তপাচারীর ক্ষয়ির আশ্রমে

ବ୍ରହ୍ମାନ୍ଦ ଜନ୍ମାଦ ମଧ୍ୟ ଅନଳମଂଯୋଗ,

ଏଓ କି ଗ୍ରାହଣର ଧର୍ମ ?

কাবেয়ী ।      রাজারে জিজ্ঞাসা কর,

পাবে সন্তুস্তর ।

ବ୍ରହ୍ମଦେବ ।      କୋଥା ରାଜା ?    କୋଥା ରାଜା ?

ରାଜା ତୋ ସମ୍ମତ ନୟ ; ରାଜା ତୁମ୍ଭି ।

## তোমারি ও কলুষিত

অস্তরের সহস্র কামনা  
অবিচারে অত্যাচারে প্রতিভাত  
রাজপুরী মাঝে । বহু যত্নে বহু দিন  
ভিল ভিল করি গড়েছিহু  
স্বকুমার দেবমূর্তি আমি,  
অপত্যস্নেহের বশে  
করেছিহু তোমারে অর্পণ,  
রাক্ষসি ! দানবি ! তুই তারে  
চূর্ণ করি মিশাইলি পথের ধূলার !  
ফিরিয়ে দে—ফিরিয়ে দে—

কাবেরী । যাও—যাও, বাহুলের নহে এ আগার ।

রঘুদেব । কি ! বাহুল আমি ? পাপীয়াসি !  
চারিদিক হতে পতির উদ্দেশে তোর  
অভিশাপ আসিছে ছুটিয়া,  
তবু তোর খুলিল না আঁখি ?

শোন—শোন—

কাবেরী । না—না, কোন কথা শুনিব না আমি ।

রঘুদেব । নারী ! এখনো এ অত্যাচার  
কর নিবারণ ! তা যদি না হয়,  
আমিই তুলেছি তোরে  
হিমাদ্রির উত্তর শিখরে,  
আমিই স্বহস্তে আজ  
রসাতলে করিব নিক্ষেপ ।

কাবেরী । কি করিবে শুনি ?

রঘুদেব ।      দেশের মঙ্গল তরে  
এই অসির আঘাতে তোরে  
দ্বিব বলিদান ।

কাবেরী ।      রক্ষী—

সমরসিংহের প্রবেশ ।

সমর ।      রক্ষী কেন, আমি আছি আজ্ঞাবাহী দাস । বল রাণী, আবার  
করি সিংহাসন অধিকার করতে হবে ? একি, মন্ত্রিবর ?

কাবেরী ।      হত্যা কর—নৃশংস হত্যা ! আমারই প্রাসাদে দাঁড়িয়ে এই  
বুদ্ধ আমাকেই বধ করতে চায় ! কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে ?

সমর ।      ভাবছি । পিতা চায় কন্তার হত্যা, কন্তা চায় পিতার পিতার  
শিরশ্ছেদ ; আমি এর মধ্যে কে ?

কাবেরী ।      ভীক ! নিজের স্বীকে আততায়ীর হাত থেকে রক্ষা করবার  
শক্তি নেই ? ভাল, আমি নিজেই—

সমর ।      স্তব্ধ হও নারী ! তুমি তোমার জন্মের ঋণটা ভুলে যেতে পার,  
কিন্তু আমি কুবেরের ঋণ পেলেও ওই বৃদ্ধের স্নেহের ঋণ ভুলতে পারি না ।

রঘুদেব ।      সমর ! তুমি এমন বোমল, তবুও এত নিষ্ঠুর ! কি করেছে  
তুমি সমরসিংহ ! যে সিংহাসনে বসে পুণ্যশ্লোক মহারাজ হরিশ্চন্দ্র প্রজার  
মঙ্গলের জন্য দ্বিবানিশি সাধনা করেছেন, সেই সিংহাসনে বসে কেন তুমি  
অত্যাচারী হলে সমর ?

সমর ।      প্রসন্ন করবেন না পিতা, এর কোন উত্তর নেই । মন্ত্রিবর !  
প্রাণে বড় জালা । দেখছে না, আকাজক্ষা-রাক্ষসী আমার পিছে পিছে  
ফিরছে ! আমি গোটা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দেখবো, যদি এ জালায়  
নিবৃত্তি হয় ।

রঘুদেব। কি হলে তুমি সমর ? আমি শত যুগের আদর্শ দিয়ে তোমার গড়ে তুলেছিলাম ; সেই তুমি আজ এমন নিষ্ঠুর, এত অত্যাচারী !

সমর। এই তো আরম্ভ সচিব ! এত অল্পে অধীর হলে চলবে কেন ? আরও আছে—আরও আছে। সহিতে না পার, যে পথে বিশ্বাসিত গেছে, তুমিও সেই পথে যাও।

রঘুদেব। তাই যাচ্ছি। এ পাপের রাজ্যে আমার স্বাদরুদ্ধ হয়ে আসছে। যাবার সময় আমি বলে যাচ্ছি, যদি বাঁচতে চাও, দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা কর।  
[ প্রস্থানোত্ত ]

সমর। দাঁড়ান পিতা ! [ প্রণাম ] আশীর্বাদ করুন—

রঘুদেব। আশীর্বাদ ? সমরসিংহ ! আমার বক্ষপঙ্কর অপেক্ষা প্রিয় এই সোনার রাজ্যটাকে তুমি স্বশ্রমে পরিণত করেছ, তোমাকে আশীর্বাদ ? অভিষেক দিলাম না এই আমার আশীর্বাদ। ইয়া—একটা কথা, যদি স্থম্বী হতে চাও, এই নারীকে বিশ্বাস করো না।  
[ প্রস্থান। ]

কাবেরী। যাক, নিশ্চিন্ত।

সমর। ইয়া, নিশ্চিন্ত। অপরাধ করলে আর কেউ চোখ রাঙিয়ে শাসন করবে না, অন্ধকারে বিপথে গেলে প্রদীপ হাতে নিয়ে কেউ সামনে এসে দাঁড়াবে না, চাটুবােক্যের পরিবর্তে তিরস্কারের ভীকু শরে কেউ আর বিদ্ধ করবে না। আনন্দ কর কাবেরী, আনন্দ কর।

কাবেরী। এসব কি শুনছি স্বামী ? তুমি নাকি ঋষিদের আশ্রম ভ্রম্যভূত করতে আদেশ দিয়েছ ? ওঃ, এত নিষ্ঠুর তুমি কি করে হলে রাজা ?

সমর। তোমার আবার এত করুণা কেন নারী ? পিতার কাঁধের ওপর যে তরবারি তুলতে পারে—যাক, আমার প্রতিশ্রুতি আমি পূর্ণমাত্রায় পালন করেছি কাবেরী ! নিজের মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েও তোমাকে রাজরাণী করেছি। বল, আমার কর্তব্য শেষ ?

কাবেরী। কর্তব্য শেষ? বল কি রাজা! তুমি কি মনে করছ, নারী  
পু ঐশ্বর্য পেলেই তৃপ্ত হয়!

সমর। তুমি কি নারী? নারী কখনো পিতার শিরশ্ছেদ করতে চায়?  
স্বামীর উন্মেষিত মনুষ্যত্বকে দলে চষে দিয়ে ঐশ্বৰ্যের স্তূপের ওপর বসতে চায়?  
স্বামী হবে পুরুষের দুঃখের সাধনা—রোগের ঔষধ—অন্ধকারের প্রদীপ, নারী  
সার-মরুভূমে শীতল প্রস্রবণ। নারী বটে শৈব্যা—স্বামীর পণরক্ষার জন্ত  
সিতে হাসতে কুষ্ঠরোগীর ক্রীতদাসী হতে পারে, ভিক্ষার বুলি কাঁধে নিয়ে  
গি হতে ষারাস্তরে ফিরতে পারে; এরই নাম সহধর্মিনী।

কাবেরী। তুমি কি বলছো রাজা? তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? আজ  
ভদ্রদিন তোমার দর্শন পাইনি—

সমর। আমায় তো তুমি চাওনি কাবেরী! তুমি ঐশ্বর্য চেয়েছিলে, ঐশ্বর্য  
পেয়ে তৃপ্ত হও।

কাবেরী। তা বলে দিনান্তে একবারও তোমায় পাবো না?

সমর। না, পাবে না। যদি আমাকে চাও, ছেড়ে এসো এই রাষ্ট্রঐশ্বর্য,  
যেন দুজনের হাত ধরে আবার তেমনি বৃক্ষতলে গিয়ে বাস করবো; সংসারের  
গন বাধা আর আমাদের অবাধ প্রেমলীলার বাধী হতে পারবে না।

কাবেরী। তুমি বলছো কি স্বামী? এতবড় রাজ্যটা কেউ হাতে পেয়ে  
ছাড় দেয়?

সমর। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তো দিয়েছেন কাবেরী!

কাবেরী। হরিশ্চন্দ্র মূর্থ।

সমর। হরিশ্চন্দ্র যদি মূর্থ হন, আমি যেন জন্ম জন্ম মূর্থ হয়েই জন্মাই,  
এই পৃথিবী যেন মূর্খেরই লীলাভূমি হয়।

কাবেরী। মহারাজ!

সমর। আমি কোন কথা শুনবো না রাণী! আমার এক কথা—যদি

রাজ্য চাও, আমাকে পাবে না ; যদি আমাকে চাও, শৈব্যার মত এক বয়ে আমার সঙ্গে চলে এসো । আবার আমরা ভেমনি করে পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করবো । এ রাজ্য যার ইচ্ছা ভোগ করুক, আমার সেই বৃক্ষতল সহস্র রাজ্যের চেয়ে মূল্যবান ।

কাবেরী । স্বামী এমন শত্রু হয় ! স্বামী চাইলে রাজ্য পাবো না, রাজ্য চাইলে স্বামীকে হারাতে হবে । ভগবান ! বলে দাও, কি করবো আমি ?  
[ প্রস্থান ।

সমর । শৈব্যাপ্ত নারী, আর এও নারী !

দেবব্রতের প্রবেশ ।

দেবব্রত । মহারাজ !

সমর । কে, দেবব্রত ? কাঁপছে কেন ? হু'চোখে ধারা বইছে কেন ?

দেবব্রত । এ আর কতটুকু রাজা ? যে অশ্রুধারা নির্ধাতিত আশ্রম-বাসীদের হু'চোখ দিয়ে বয়ে গেছে, বুঝি তাতে মরুভূমি সিক্ত হয়ে যায় ।

সমর । এত কোমল তুমি দেবব্রত !

দেবব্রত । কোমল ! তুমি দেখনি রাজা, আমি আজ কি দৃশ্য রচনা করে এসেছি । সন্ন্যাসীর শাস্তিময় আশ্রমে স্রুগুণ অধিবাসীরা স্নান-অগ্নি বিভোর হয়েছিল, আমি সেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি ; তারা আর্তনাদ করেছে, আমি কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়েছি ; তারা অসহ জ্বালায় ছটফট করেছে, আমি স্বাপ্নের মত দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করেছি । ওঃ রাজা ! আগুনের জ্বালায় শুধু স্বপ্নের আশ্রম দগ্ধ হয়নি, আমার অন্তরটাও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।

সমর । স্থির হও । এত অল্পে অধীর কেন, আরও আছে বহু ।

দেবব্রত । আরও আছে ? দোহাই রাজা, আর থাকে পার তার দাও,

আমি আর তোমার এ অনাচারের সহায় হবো না। এই রইলো তোমার দেওয়া তরবারি। বিদায় মহারাজ—

সমর। দেবব্রত—বাঃ! এই সেদিন না তুমি শপথ করে গেলে, প্রাণ দিয়েও আমার আদেশ পালন করবে?

দেবব্রত। সত্যি। ভগবান! কোনদিকে পথ রাখনি! [ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তরবারি লইয়া ] বল রাজা, আর কি করতে হবে?

সমর। নগরময় ঘোষণা করে দাও, সন্ন্যাসীকে কেউ আশ্রয় দেবে না— একশুটি ভিক্ষাও দিতে পাবে না।

দেবব্রত। কারণ?

সমর। এরা ধর্মের আবরণে অধর্মের পূজা করে। এরা যার খায়, তারই বৃকে পশুর মত দাঁত বসিয়ে দেয়। রাজা-মহারাজ হতে ভিক্ষুক পর্যন্ত সবাই এদের রক্তচক্ষুর তরে নির্জীব হয়ে আছে। আমি বশিষ্ঠের পদলেহন করতে রাজী আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের মত ভণ্ড ঋষিদের আমি এ রাজ্যে বাস করতে দেবো না।

দেবব্রত। তুমি মরবে যে সমরসিংহ!

সমর। এমন বাঁচার চেয়ে মরাই ভাল। জান দেবব্রত, এই ঋষির অহুগ্রহে মহারাণী শৈব্যা আজ কুষ্ঠরোগীর দাসী, জগত-বরণ্য মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের ক্রীতদাস। যাও, আদেশ পালন কর।

দেবব্রত। ভগবান! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

[ প্রস্থান।

সমর। ঋষি বিশ্বামিত্রকে যদি একবার পাই—

শিবায়নের প্রবেশ।

শিবায়ন। তোমার পরম নৌভাগ্য যে তিনি গৃহে নেই। তা যদি হতো, এতক্ষণ তোমার ওই পাপদেহ রেণু রেণু হয়ে মাটিতে মিশে যেতো।

সমর। কে?

শিবায়ন। তোমারই আদেশে নির্ধাতিত অর্ধদণ্ড এক ঋষিবালক। সমরসিংহ! তুমি করলে কি? আমাকে মৃত্যুর অর্ধপথে টেনে এনেছ, তাতে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু আমার ভাই বন্ধু সব—ওঃ, সমরসিংহ!

সমর। অভিশাপ দেবে না?

শিবায়ন। অভিশাপ? অপেক্ষা কর। মহর্ষি বিশ্বামিত্র কিরে আসছেন; যে মুহূর্তে তিনি গুনবেন তোমার এই নির্ধাতনের কথা, সেই মুহূর্তে তোমার কৃত্য আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি।

সমর। আমি ভাই চাই। বিশ্বামিত্র দাবানলের মত জলে উঠুক, সেই আমার আনন্দ। শোন বালক, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে বিনা দোষে সে চণ্ডাল সাজিয়েছে, আমিও তাকে চণ্ডাল সাজাবো।

শিবায়ন। আমি তা হতে দ্বৈবো না সমরসিংহ! তুমি পালাও।

সমর। না, কিছুতেই না।

শিবায়ন। আমার অনুরোধ—আমার ভিক্ষা। নির্ধাতিত ঋষি-বালকের এ অনুরোধ রাখ।

সমর। ওরে বালক! যদি সব ঋষি তোর মত হতো, তাহলে আমি আজ এমন দুর্বীর হয়ে উঠতাম না।

ত্র্যস্তে দেবব্রতের পুনঃ প্রবেশ।

দেবব্রত। রাজা! পালাও—পালাও, শীগগির পালাও, রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ঋতের মত ছুটে আসছেন। তাঁর মূর্তি দেখে রাজকর্মচারীরা যে যেদিকে পারছে পালিয়ে যাচ্ছে।

সমর। ইচ্ছা হয়, তুমিও যাও।

দেবব্রত। তোমাকে একাকী ফেলে?



সমর। তবে কি আমার নিয়ে পালাতে চাও? তা হয় না বন্ধু!  
আমি রাজা, একটা ভিক্ষকের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারি না।

দেবব্রত। না গেলে মরবে যে!

সমর। ভাই নাকি? তাহলে এসো বন্ধু, মৃত্যুর পূর্বে দুজনে একবার  
প্রাণভরে নৃত্য করি।

শিবায়ন। তুমি কি উন্মাদ সমরসিংহ?

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। কৈ সমরসিংহ?

সমর। তোমার সম্মুখে।

বিশ্বামিত্র। হুঁ। সমরসিংহ! নির্বিবাদী ঋষিদের আশ্রমে অগ্নি-সংযোগ  
করেছ তুমি? ঋষিরা এ রাজ্যে আর আশ্রয় পাবে না, এ ঘোষণাও দিয়েছ  
তুমি?

দেবব্রত। না প্রভু, অপরাধী আমি। যত অভিলাষ আমার দিন।

বিশ্বামিত্র। তুমি কে? কার আদেশে তোমার এ হত্যালীলা?

সমর। আমার আদেশে।

বিশ্বামিত্র। কেন?

সমর। আমি এই ঋষিকুল উচ্ছেদ করবো। এরা অত্যাচারী, ভণ্ড,  
নিষ্ঠুর; এদের জন্ত রাজ্যের আপামর সাধারণ প্রজা সহজে নিশ্বাস ফেলতে  
পাচ্ছে না, এদেরই অভ্যাচারে আজ মহারাণী শৈব্যা ক্রীতদাসী, মহারাজ  
হরিশ্চন্দ্র চণ্ডাল।

বিশ্বামিত্র। [ক্রোধে ধর ধর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল]

দেবব্রত। আমার অপরাধ ঋষি, সব আমার অপরাধ!

শিবায়ন। বাবাঠাকুর!

বিশ্বামিত্র । একি, শিবায়ন ! তোমারও এই দশা ! [ সময়সিংহের প্রতি ]  
অপদার্থ ! প্রবঞ্চক ! জ্ঞানদ !

সময় । সাবধান ভিক্ষুক ! সংঘত হয়ে কথা কও, নইলে রাজার বিচারে—  
বিশ্বামিত্র । কে রাজা ?

সময় । আমি ।

বিশ্বামিত্র । তুমি ! উচ্চাকাঙ্ক্ষার অন্ধ হয়ে ভুলে বসে আছ যে, আমিই  
সেদিন হাতে ধরে তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে গিয়েছি ।

সময় । তুমি বনচারী ভিক্ষুক, তোমার আবার সিংহাসন ! এ সিংহাসন  
আমারই মত একজন ক্ষত্রিয়ের, তুমি প্রবঞ্চনা করে দু'দিনের জন্য অধিকার  
করেছিলে । তুমি যদি স্বেচ্ছায় না দিতে, আমি তোমার গলা টিপে সিংহাসন  
আদায় করতামি ।

বিশ্বামিত্র । [ দৃঢ়স্বরে ] সময়সিংহ !

শিবায়ন । ক্ষমা কর প্রভু, ক্ষমা কর । এ নির্বোধ, জানে না স্ববির  
সম্মান ।

দেবব্রত । করছো কি সময়সিংহ ! এখনও পালাও বলছি ।

সময় । দেবব্রত ! একটা ভিক্ষকের রক্তচক্ষু দেখে তোমরা মাটির মধ্যে  
সঁধিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমি ওই দীর্ঘশ্বাস আর রক্তবর্ণ চক্ষুকে সমানই  
তুচ্ছজ্ঞান করি ।

বিশ্বামিত্র । প্রবঞ্চক ! দস্য ! এই মুহূর্তে তুমি রাজপ্রাসাদ হতে দূর  
হও ।

সময় । দেবব্রত ! এই বর্বরটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে প্রাসাদ হতে বার করে  
দাও ।

বিশ্বামিত্র । কি বললে নরনাথ ?

দেবব্রত । ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, দোহাই মহাবি !

শিবায়ন। বাবাঠাকুর! কোথ চণ্ডাল; কোথের বশে অনেক নেয়ে গেছেন আপনি। দোহাই প্রভু! আর কোথের মাজা বাড়াবেন না। চলে আহুন—চলে আহুন, অপরাধীর দণ্ড ভগবান দেবেন।

বিশ্বামিত্র। সরে যাও।

সন্নয়। বার করে দাঁও দেবত্রত!

বিশ্বামিত্র। আরে আরে ক্ষত্রিয়কুলকলক! আমার প্রতিনিধি হয়ে তুমি আজ আমাকেই চেনো না? নরায়ণ! এই দণ্ডে তুমি—

শিবায়ন ও দেবত্রত। কমা—কমা—[ বিশ্বামিত্রের পদতলে পতন ]

বিশ্বামিত্র। এই দণ্ডে তোমার পাপদেহ ভস্মীভূত হোক।

সন্নয়। হুঃখের বিষয় ঋষি, তোমার অভিশাপে আমার একটা কেশও দগ্ধ হলো না।

শিবায়ন। শুক!

দেবত্রত। একি অধঃপতন তোমার ঋষি! একদিন তুমি শুশ্রূষার বলে ক্ষত্রিয়কুল হতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলে, জগতে একটা নতুন আলো জালিয়ে দিয়েছিলে; সেই তুমি কোথের বশে আজ জপ তপ সাধনা সব বিসর্জন দিয়ে বসে আছ? ধিক তোমাকে ঋষি! তোমার অভিশাপে যদি আমরা সবাই ভস্মীভূত হয়ে যেতাম, সেও বরং ভাল ছিল; কিন্তু তোমার এ অধোগতি দেখে আমার ইচ্ছা হচ্ছে—এই তরবারি দিয়ে তোমার শিরশ্ছেদ করি। ধিক! ধিক! শত ধিক তোমার তপস্কার। [ প্রস্থান।

সন্নয়। ব্যস, আর আমার আক্ষেপ নেই বিশ্বামিত্র! এসো, এই মুহূর্তে আমি তোমার সিংহাসন দান করছি। কি আনন্দ! বিশ্বামিত্র চণ্ডাল—বিশ্বামিত্র চণ্ডাল! [ প্রস্থান।

বিশ্বামিত্র। একি হলো? বিশ্বামিত্রের অভিশাপ আজ নিফল! ওঃ শিবায়ন!

শিবায়ন । গুরু, আমার দৃষ্ট দেখে যত যত্নশী, তার চেয়ে বেশি যত্নশী হচ্ছে অন্তরের মধ্যে তোমার এই অধোগতি দেখে । করলে কি ঋষি ? এমন দুর্ভাগ রত্ন হেলায় হারিয়ে ফেললে ? যাক, এখনও সময় আছে গুরুদেব । কথা শোন, হরিশ্চন্দ্রকে পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনে সিংহাসন দান কর । তার কাছে ক্ষমা না চাইলে তোমার আর রক্ষা নেই ।

বিশ্বামিত্র । কি কহ নির্বোধ ?  
ত্রিলোকবন্দিত ঋষি  
নিরুপ্ত চণ্ডাল পাশে চাহিবে মার্জনা ?

শিবায়ন । কেবা ঋষি, কে চণ্ডাল ?  
বিশ্বময় ঘোষিছে নিম্নত—  
হরিশ্চন্দ্র নহেক চণ্ডাল,  
চণ্ডাল অধম তুমি বিশ্বামিত্র ঋষি ।

বিশ্বামিত্র । কি ? কি ? চণ্ডাল অধম আমি ?  
আরে হীন নরকের কীট—

শিবায়ন । পায়ে ধরি গুরুদেব ! কথা শোন,  
চাহ ক্ষমা হরিশ্চন্দ্র পাশে । [ পদধারণ ]

বিশ্বামিত্র । দূর হও উদ্ধত বালক ! [ পদাঘাত ]

শিবায়ন । মার—মার—আরও মার,  
তবু তুমি চাহ ক্ষমা—

বিশ্বামিত্র । অপদার্থ ! ভণ্ড ! শঠ !

[ পুনঃপুনঃ পদাঘাত ]

শিবায়ন । গুরুদেব ! একে মোর দৃষ্ট দেখে,  
তারপর পদাঘাত করিলে আমারে ?  
তাই ভাল—তাই ভাল গুরুদেব !

আমি মরি, আমার মরণে  
সর্বপাপ ধোত হোক ভব ।

[ রক্তবমন ও মৃত্যু ]

বিশ্বামিত্র । একি ! নীরব নিশ্চন্দ !  
নাই—নাই,  
অভিমান লুকায়েছে মরণের কোলে ।  
শিবায়ন—শিবায়ন !  
প্রিয়তম ! ওঠ ভ্যাজি ধূলির আসন,  
কথা কও—কথা কও,  
পালিব হে নির্দেশ তোমার ।  
ভ্যাজি রাজ্যভার ঐশ্বর্যসম্ভার,  
চলে যাবো বিজন বিপিনে,  
কঠোর সাধনে গুপ্তরত্ন করিব উদ্ধার ।  
সত্যি—সত্যি—সত্যি তব বাণী,  
হরিশ্চন্দ্র নহেক চণ্ডাল,  
চণ্ডাল-অধম আমি বিশ্বামিত্র স্বৰ্ণি ।

[ শিবায়নের দেহ লইয়া প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

কান্দাধর—রত্নাকরের গৃহ

বিজ্ঞাধর ও কাত্যায়নীর প্রবেশ।

বিজ্ঞাধর। বলি মা, তোমাদের ব্যাপারখানা কি বল তো? আমার কি হবে না? দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, ঘোবনে পাক ধরে গেল, বিয়ের নামটি নেই! এরপর কি বুড়ো বয়সে বিয়ে করবো?

কাত্যায়নী। তা আমি কি জানি? আমার সঙ্গে লাগতে আসিস কেন? আমি বাপু তোমাদের সাথেও নেই, পাচেও নেই।

বিজ্ঞাধর। ওসব কথা আমি শুনি না। আজকের মধ্যে আমার কনে চাই।

কাত্যায়নী। কনে গাছ হুঁড়ে বেয়োর কি না।

বিজ্ঞাধর। গাছ হুঁড়ে হোক, মাটি হুঁড়ে হোক, আমি কোন কথা শুনি না। কনে চাই—এখনি, নইলে আমি তোর হাঁড়ি-কুঁড়ি ফাটাতে চলুম। [ প্রস্থানোত্ত ]

কাত্যায়নী। এই হতভাগা, কের বলছি! আমি আজ নতুন হাঁড়ি কেড়েছি; একটা হাঁড়ি যদি ফাটে, তোর মাথাটা আমি চিবিয়ে খাবো।

বিজ্ঞাধর। আর বাকি রেখেছিস কি চুলোমুখি? এত বয়স হলো, বিয়ের নামটি নেই!

কাত্যায়নী। তা আমার কাছে কাঁহুনী গাইছিস কেন? বুড়ো মড়াকে বল না!

বিজ্ঞাধর। আরে সে ব্যাটার কি বুদ্ধি আছে? বুদ্ধি থাকলে কেউ পাঁচশো মোহর দিয়ে দানী কেনে?

কাত্যায়নী। কিনবে না? বুড়ো বয়সে রস আছে যে সাড়ে বোলানা! আমি কি আর বুঝিনি কিছু? সব বুঝি। বুঝে-তনে চূপ করে আছি। যাক না ছদ্দিন, ঝেঁটিয়ে পিঠের ছাল তুলে নেবো। কান্তি-বামনী ভেমন বাপের বেটি নয়।

বিজ্ঞাধর। বাপী আবার আমার সঙ্গে কথা কর না।

কাত্যায়নী। কেন? তাহুর না কি? রসো, মজাটা বার করছি। জগো ও বড়মাহুঘের বেটি! একবার এদিকে এসো তো, তোমার বাপের ছেঁয়াদ করছি।

### শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। ভাকছো মা? [ বিজ্ঞাধরকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল ]

বিজ্ঞাধর। দেখলে?

কাত্যায়নী। বলি অভবড় ঘোমটা কিসের লা? খোল বলছি।

শৈব্যা। আর যা বল, সব করবো মা, শুধু এ আদেশ আমার করো না।

কাত্যায়নী। আহা-হা, ঢ়ে বেখে আর বাঁচিনে! সাত রাজ্যের মরহুঠেকিরে এসে আজ সতী হয়ে বসেছেন। বলে “ভিক্ষা দাও গো ব্রহ্মবাদী রাধাকৃষ্ণ বল মন, আমি বৃদ্ধা বেশ। তপস্বিনী এইছি বৃন্দাবন।”

বিজ্ঞাধর। সতীপনা জানতে আর কিছু বাকি নেই। বাবার সঙ্গে তো দিনরাত ফুহুর ফাহুর করতে পার?

শৈব্যা। তিনি আমার পিতা, আমি তাঁর কন্যা।

কাত্যায়নী। হারামজাদির মুখটা পুড়ে যার না গা? আবার বলছে আমি তাঁর কন্যা। দুন্ন-দুন্ন, গলার দড়ি দিয়ে মরণে যা। প্রবৃত্তিকে বলিহারী! একটা কুটে—আমি এদিন ঘর করছি, আমারই দেখলে বমি হয়, আর তুই হারামজাদি দিনরাত তার সঙ্গে রাসলীলা করিস—ওয়াক!

শৈব্যা। ধরনি! দ্বিধা হও। মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি মা, আমার ওপর আর যে নির্ধাতন করতে চাও কর, কিন্তু আমার নারীধর্মের ওপর কটাক্ষপাত করো না, আকাশ ভেঙে মাথায় পড়বে।

কাত্যায়নী। বটে! আবার আমার শাপমন্ত্রি করা হচ্ছে! দাঁড়া তো, কাঁটা নিয়ে আসছি— [ প্রস্থান। ]

শৈব্যা। অদৃষ্টে এও ছিল! ভগবান! আর কত নয়! [ প্রস্থানোচ্চোগ ]  
 বিজ্ঞাধর। আরে শোন—শোন, যাচ্ছ কোথায়? আমি নেহাৎ বাস-  
 ভালুক নই যে তোমায় খেয়ে ফেলবো। বলি ঘোমটা খোল না একটু,  
 দুটো কথাই কও—

শৈব্যা। বিজ্ঞাধর! তোমার পিতা আমার পিতা, তুমি আমার ভাই।  
 বিজ্ঞাধর। আহা, অত বেহুসো গাইছ কেন মাণিক? দেখ, তোমার  
 জন্ত আমার—

শৈব্যা। ছিঃ-ছিঃ বিজ্ঞাধর! আমি একটা তুচ্ছ ক্রান্তদাসী, তোমাদের  
 পায়ের ধুলো।

বিজ্ঞাধর। আরে না—না, পায়ের ধুলো কেন হবে? তুমি আমার  
 মাথার মণি। [ হস্তধারণ ]

শৈব্যা। হাত ছাড় কামান্ন পুরুষ! যদি ভাইয়ের মত আমার কাছে  
 আসতে পার—এসো, আমি দিবানিশি স্নেহের শীতল ছায়ায় ঘিরে রাখবো—  
 তোমার পথের সহস্র সহস্র কণ্টক দাঁত দিয়ে তুলে নেবো; কিন্তু যদি কামপিপাসা  
 চরিতার্থ করতে চাও, তার স্থান এখানে নয়, বারান্দার কক্ষে।

বিজ্ঞাধর। বারান্দা! তুমি তবে কি?

শৈব্যা। রসনা সংযত কর যুবক! যদিও আমি সহায়হীনা দুর্বলা নারী,  
 তবু প্রয়োজন হলে আমি সর্পিনীর মত দংশন করতেও জানি।

বিজ্ঞাধর। বটে! দংশন করতেও জান? [ সবলে হস্তধারণ ]



শৈব্যা। বিজ্ঞাধর! বিজ্ঞাধর! বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ তুমি, তোমার পারে ধরে বিনতি করছি—[ পদধারণ ]

বিজ্ঞাধর। কর দশন। [ পদাঘাত ] দংশন কর।

[ পুনঃ পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

শৈব্যা। ওঃ, ভগবান! এও তুমি সহিছ! বলে দাও হে বিশ্বতশ্চক্ষু পরমেশ্বর! এও কি আমার প্রাণ্য? অসহায় দীন বলে আমার ওপর ঈগত-সংসার রক্তাক্ত শকট চালিয়ে দেবে, তবু তুমি নীরব? ওগো, আমি কি করবো?

রত্নাকরের প্রবেশ।

রত্নাকর। একি মা, কি হয়েছে?

শৈব্যা। ঠাকুর! আমার বলে দাও ঠাকুর, ক্রীতদাসীর কি সরবারও অধিকার নেই?

রত্নাকর। না। কেন মা একথা জিজ্ঞাসা করছো? আমার ছেলে মানুষের আকারে পণ্ড, সে কি তোমায় কোন কটু কথা বলেছে?

শৈব্যা। শুধু কটু কথা? ঠাকুর! তোমার ছেলে আমার পদাঘাত করেছে।

রত্নাকর। পদাঘাত করেছে! তবু ভূমিকম্প হলো না, জলোচ্ছ্বাস এলো না, পৃথিবীর ওপর সে সোজা দাঁড়িয়ে রইলো?

শৈব্যা। বাবা! দুঃখিনীর আলা ভগবানও বোঝে না।

রত্নাকর। ভগবান নেই, তোমায় কর্তব্যটা আমিই করবো। আমি সেই পণ্ডর রক্তে তোমায় পা ধুইয়ে দেবো, অপেক্ষা কর—

[ প্রস্থান।

শৈব্যা। বাবা!

রোহিতাশ্বের প্রবেশ ।

রোহিতাশ্ব । মা ! দেখ মা, দিদিমা আমার পিঠে চাবুক ঝেঁরেছে ।

শৈব্যা । কি করেছে রোহিত ?

রোহিতাশ্ব । কিছু করিনি মা ! আমার পোড়া ভাত খেতে দিয়েছিল, আমি খেতে পারিনি বলে আমার চাবুক ঝেঁরেছে । উঃ—বড় জলছে মা ।  
কুসি একটু হাত বুলিয়ে দাও না মা !

শৈব্যা । উপায় নেই । সারাজীবন এ নির্ধাতন মুখ বুজে সইতে হবে ।  
ভগবান ! দুঃখ দিয়েছ যদি, সইবার শক্তি দাও প্রভু ! রোহিত, বল তো :  
বাবা, জয় শিব শত্ৰু !

রোহিতাশ্ব । জয় শিব শত্ৰু ! মা ! এত যে ভাকছি, তবু তো দুঃখ  
বার না মা !

শৈব্যা । যাবে, একদিন যাবে ; নইলে ভগবান মিথ্যা, ধর্ম মিথ্যা, দানের  
সহিষা মিথ্যা ।

রোহিতাশ্ব । বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা !

শৈব্যা । একটা গান গাও বাবা, ক্ষুধা-ভুক্ষা এখনি দূর হয়ে যাবে ।

রোহিতাশ্ব ।—

গীত

মা গো, স্বপন দেখেছি আমি ।

শিরে আমার ঠাড়িয়েছে আমি নিখিল জীবনখামো ।

আমি চরণ স্রবণে শরণ বরণে জুড়িয়ে জীবন আলা,

ঈশ দিয়েছিল কালো যমুনার পরিয়া কটকমালা,

চিকণকাল বিবোধবেশে কোল দিলে গো হেসে হেসে,

যত আমার ক্লমের তার নিমেষে গেল গো নাশি ।

শৈব্যা । দাও রোহিত, দাদামশায়ের জন্ত ফুল তুলে নিয়ে এসো ।

[ রোহিতাশ্বের প্রস্থান । ] বাবা বিশ্বেশ্বর, আমার ওপর যত বাজ হানবে

হান, কিন্তু আমার এই অভাগা ছেলেটাকে তুমি দেখো ঠাকুর! আমার সব থাকতে আজ আমি সর্বহারা।

কাত্যায়নীর পুনঃ প্রবেশ।

কাত্যায়নী। কই, কমনে গেল ছোড়া? আজ তারই একদিন কি আমারই একদিন!

শৈব্যা। মা, দোহাই মা তোমার! তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, যত পার আমাকে প্রহার কর, অষ্টপ্রহর কশাঘাত করে আমার অনাহারে শুকিয়ে মার, একটা কথাও কইবো না; কিন্তু আমার ওই দুধের ছেলেটাকে অনাহারে রেখো না, তার সোনার অঙ্গে চাবুকের ঘা বসিয়ে দিও না। তার শত অস্ত্রায়ের জন্ত আমি পিঠ পেতে কশাঘাত সহিবো, কিন্তু দোহাই তোমার—

কাত্যায়নী। আ মলো যা! কে তোর ছেলেকে ধুয়ে জল খাচ্ছে শুনি? আহা-হা, ছেলের সোনার অঙ্গে রোদের আঁচ লেগেছে, মোমের পুতুল অর্মান গলে গেল আর কি! ছেলেও তো ভারি! জাতের ঠিক নেই, বাপের ঠিক নেই—

শৈব্যা। মা! তুমি জান না, কাকে কি বলছো। অদৃষ্টের দোষে ও আজ পথের ভিক্ষুক। ছুঁবেলা পেট ভরে খেতে পার না, অষ্টপ্রহর তোমার কশাঘাত মুখ বুজে সহ্য করে; কিন্তু পাষাণি! তুমি যদি জানতে এ কতবড় বংশের ছেলে, তাহলে কৃতকর্মের জন্ত তুমি অহুতাপে দগ্ধ হয়ে যেতে।

কাত্যায়নী। বলি ই্যা লা ছুঁড়ি। এখানে বসে প্যান-প্যান করলেই চলবে? কাজকর্ম কিছু নেই না কি?

শৈব্যা। এই যে যাই মা! জয় শিব শঙ্কু! জয় শিব শঙ্কু!  
[প্রস্থানোত্তোগ]

রোহিতাশ্বের পুনঃ প্রবেশ ।

রোহিতাশ্ব । মা ! মা ! আমায় কিসে কামড়ালো মা ?

শৈব্যা । এঁ্যা, সেকি ! কই, দেখি ।

রোহিতাশ্ব । এই যে মাথায় । উঃ, বড় জ্বলে যাচ্ছে মা !

শৈব্যা । ও মা, দেখ তো মা ! আমার বাছাকে কিসে কামড়ালো ?

কাত্যায়নী । কিসে কামড়াবে আবার ! তোর ছেলেকে কালে খেয়েছে ।

শৈব্যা । মা—মা, অমন কথা বলো না মা ! তুমি সৎ-ব্রাহ্মণের স্ত্রী, একবার শুধু বল—ওর কিছু হয়নি ।

কাত্যায়নী । মর নেকি ! পষ্ট দাঁতের দাগ রয়েছে দেখছিনে ?

শৈব্যা । কি করি, কাকে ডাকি ? কেমন করে দুঃখিনীর ধন রক্ষা করি ? রোহিত ! একি ! এ যে ক্রমেই নীল হয়ে আসছে । রোহিত—  
রোহিত !

রোহিতাশ্ব । মা ! আর দাঁড়াতে পারছি না ; তুমি বসো, আমি একটু শুই ।

শৈব্যা । [ রোহিতাশ্বের মস্তক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া উপবেশন ] ওগো, একবার বৈজ্ঞকে খবর দাও ; এসে দেখুক, যদি কোন উপায় করতে পারে ।

কাত্যায়নী । কে খবর দেবে ? কর্তা বাড়ি নেই, ছেলেও কোথায় চলে গেছে । আর দেখবেই বা কি ! মূখ দিয়ে ফেনা উঠছে ।

শৈব্যা । তবে তোমার পায়ের ধুলো একটু মাথায় দাও ; আশীর্বাদ কর, ও আমার ভাল হয়ে উঠুক ।

কাত্যায়নী । দিলে ছুঁয়ে হারামজাদি ; এই অবেলায় আবার নাইতে হবে ।

শৈব্যা । রোহিত—রোহিত ! আমার দুঃখিনীর গোপাল ! আমার সাত

মায়ার ধন মাণিক ! ওয়ে, তোর অভাগী মাকে নিঃশ্ব করে সত্যিই কি ছুই চলে যাবি ?

রোহিতাশ্ব । বড় জালা মা, বড় জালা ! মা ! আমার মরার কথা তুমি বাবাকে বলো না ; বাবা তাহলে কৈদে কৈদে মরে যাবে । দিদিমা ! বাবার সময় তোমার পায়ে ধরে বলে যাচ্ছি, মাকে তুমি বকো না, আর পোড়া ভাত খেতে দিও না ।

কাত্যায়নী । মর ছোড়া ! মরতে চলেছে, তবু আমাকে একবার ছোবল মারা চাই ! হুঁ—সাধে কি আর সাপে কেটেছে ! দিনরাত আমার সঙ্গে লাগা, দেবতা-বানুনের শাপমন্দি যাবে কোথা ?

রোহিতাশ্ব । উঃ, মা !

শৈব্যা । বল রোহিত, জয় শিব শঙ্কু !

রোহিতাশ্ব । জয় শিব শঙ্কু—জয় শিব শঙ্কু ! [ মৃত্যু ]

শৈব্যা । রোহিত—রোহিত ! সব শেষ । মা ! আর কেউ তোমার সঙ্গে কলহ করতে আসবে না, তোমার কশাঘাত সবে কেউ আর চোথের জলে ভাসবে না ।

কাত্যায়নী । আমাকে জড়াচ্ছ কেন বাছা ? আমি তো আর মেরে ফেলিনি ।

শৈব্যা । রোহিত ! ভগবান তোকে বাঁচতে দিলে না । ক্ষিধের জ্বালায় তুই ছটফট করেছিল, তবু বাবা বিশ্বেশ্বরের দয়া হলো না ? আগুনে পুড়িসনি, জলে ডুবিসনি, প্রাণ দিলি শেষে সর্পাঘাতে ! তাই ভাল ! আমার যাদু, আমার সোনা, আমি তোকে পেট ভরে খেতে দিতে পারিনি, বৈচে থাকলে আরও অনেক দুঃখ সহিতে হতো ; তার চেয়ে এই ভাল, মরণের পরপারে তোর শান্তি হোক । কিন্তু আমি কি নিয়ে থাকবো ? ওগো বলে দাও, আমি কি করবো ?

কাত্যায়নী। কি আর করবে? মড়া খালাস করতে হবে, না বন্দে কাঁদলেই চলবে? যাও—যাও, মড়া নিয়ে ওঠো, আমি গোবরছড়া দিই।

শৈব্যা। কোথায় যাবো মা? একে রাজিকাল, তার ওপর আমি স্ত্রীলোক, পথ-ঘাট চিনি না—ঋশান চিনি না। বাবা বাড়ি আছেন, তারপর—

কাত্যায়নী। না—না, ভর অমাবস্তে, আমি আর বাড়িতে মড়া রাখতে দেবো না।

শৈব্যা। তুমিও তো ছেলের মা, আমার অবস্থা বুঝে একটু দয়া কর। বাবা যদি ফিরে নাও আসেন, কাল প্রভাতে আমি নিজেই ঋশানে নিয়ে যাবো।

কাত্যায়নী। মা গো, অতক্ষণ আমি মড়া রাখতে দিতে পারবো না বাছা! এখনি মড়া নিয়ে বেরোও বলছি! পোড়াতে না পার আন্তাকুড়ে ফেলে দাও।

শৈব্যা। মা! তুমি জান না, এ ফেলে দেবার জিনিস নয়। আমার ছুখিনীর বাছা আজ অপঘাতে প্রাণ দিলে, তার একটু চিকিৎসা হলো না, মরবার সময় তার তৃষিত মুখে এক ফোঁটা জল দিতে পেলাম না। কিন্তু একদিন ছিল, যখন এই বালকের মুখখানা মলিন হলে শত শত দাস-দাসী ঈর্ষাসে ছুটে আসতো। যাক, ভালই হয়েছে মা। এই একটা কষ্টক আমার কর্তব্যপালনের পদে পদে বাধা দিত। আর কোন বাধা নেই! এবার আমি তোমাদের যথার্থ ক্রীতদাসী হবো।

কাত্যায়নী। মর হারামজাদী! উঠবি তো ওঠ, নইলে মারবো কাঁটা—

শৈব্যা। যাচ্ছি মা যাচ্ছি, তোমার অকল্যাণ করবো না। একটা রাজির জন্ত আমি অবসর নিচ্ছি, কাল প্রভাতেই ফিরে আসবো।

কাভ্যারনী। তোল—মড়া তোল, আমি গোরবছড়া দিই।

[ প্রস্থান।

শৈব্যা। ওঠ রোহিত—ওঠ, এ দীনের শয্যা তোমার নয়। [ মৃতদেহ তুলিয়া লইল ] বাবা বিশ্বেশ্বর! তোমার এতবড় ধরণীতে আমার অভাগা ছেলের জন্ত এক ফোটা স্থান হলো না? তোমার দেওয়া অক্লান্ত জগৎ থাকতে আমার রোহিত দারুণ তৃষ্ণা নিয়ে মরেছে, তাকে শান্তি দাও—শান্তি দাও। ওরে বাতাস! আমার রোহিতকে একটু বাজন কর; আমার কাঙালের নিধি বড় জালায় জলেছে, একটু শীতল হোক।

[ প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের বহিরাঙ্গন

রঘুদেবের প্রবেশ ।

রঘুদেব । সমস্ত নগরী আজ উল্লসিত হয়ে উঠেছে—রাজা হরিশ্চন্দ্র ফিরে আসবেন, আবার সিংহাসনে বসে তাদের পুঙ্খমুখে পালন করবেন, আবার এ দক্ষ দেশ ফলে-শস্যে হেসে উঠবে । উদ্বেগ কি সফল হবে না ? মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে কি ফিরিয়ে আনতে পারবো না ? লক্ষ লক্ষ নগরবাসীর আকুল প্রার্থনা কি বুখাই যাবে ঠাকুর !

কাবেরীর প্রবেশ ।

কাবেরী । বাবা !

রঘুদেব । কে ? অবোধার মহামাতা মহারাণী ? এ দরিত্রের কাছে কি প্রয়োজন ?

কাবেরী । বাবা, আমার স্বামীকে রক্ষা কর । সবাই তাকে অভিশাপ দিচ্ছে, সবাই তার মৃত্যু চায় । তোমার পায়ে ধরি বাবা, তুমি আমার স্বামীকে বাঁচাও—আমি আর কিছুই না ; রাজ্য-সম্পদ রসাতলে যাক, আমি আবার তাঁর হাত ধরে পূর্ণকুটিরে প্রবেশ করবো ।

রঘুদেব । এইবার তোমায় কত্তা বলে পরিচয় দিতে আমার বুক ভরে উঠেছে কাবেরী ! এইবার আমার আশা হচ্ছে, তোমাদের নিয়ে আবার আমি পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারবো । রাজ্য-সম্পদের স্বর্থ তো দেখলি কত্তা । এতে শুধু জালা—শুধু জালা ।



কাবেরী। বাবা!

রঘুদেব। ভয় নেই মা! তোর স্বামীকে আমি রক্ষা করবো। নির্ধাতিত ঋষিদের ঘরে ঘরে গিয়ে আমি তার জন্ত মার্জনা ভিক্ষা করবো।

কাবেরী। বাবা! আমি তোমায় চিনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি তোমায় অসীম স্নেহ। অহঙ্কারে উন্নত হয়ে তোমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছি, আজ সেকথা স্মরণ করে আমার চোখের জল বাধা মানছে না। আমার ক্ষমা কর বাবা!

রঘুদেব। ক্ষমা কি আজ করেছি কত? জন্মের সঙ্গেই তোর সহস্র অপরাধ ক্ষমা করে বসে আছি। সাতটা ছেলেকে হারিয়ে তোকে আমি পেয়েছি। একবার “বাবা” বলে যখন তুই আমার কোলের কাছে। এগিয়ে এসেছিল, তখন আর আমার কোন অভিযোগ নেই। যা কাবেরী, রাজ্যের মোহ যখন তোর ঘুচেছে, আমি আশীর্বাদ করেছি, সুখ-শান্তিতে তোর জীবন কানায় কানায় ভরে উঠবে।

সমরসিংহের প্রবেশ।

সমর। বরগাভালা সাজিয়ে রাখ কাবেরী! আমি মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।

কাবেরী। বরগাভালা নয়, অশ্রুজলে তাঁর চরণ ধুয়ে দেবো। যাও স্বামী, ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। [ প্রস্থান।

রঘুদেব। সময়! সময়! আজ আমার মনে হচ্ছে, আমার হারানো ছেলেদের আমি ফিরিয়ে পেয়েছি—আমি ত্রিলোকের আধিপত্য পেয়েছি। আঃ, এ সময় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র যদি থাকতেন! যাবার সময় রাজ্যের জন্ত তাঁর প্রাণ একটুও কাঁদেনি, কেঁদেছে শুধু তোমার জন্ত।

সমর। প্রতিদানে আমিও তাঁর চরণ দুটি অশ্রুজলে সিক্ত করবো, কৃত-

কর্মের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা করবো, আর যেমন করে পারি—তাদের অযোধ্যায় ফিরিয়ে আনবো ; চণ্ডাল যদি তাঁকে মুক্তি না দেয়, আমি তাঁর বিনিময়ে দাসত্ব করবো, আপনার কণ্ঠা কুষ্ঠরোগীর ক্রীতদাসী হয়ে মহারাজীর মুক্তি ভিক্ষা করে নেবে।

রঘুদেব। তবে তাই চল সময়, আমি একবার বাবা বিশ্বেশ্বরের মন্দিরটা নাড়া দিয়ে দেখবো, কি আছে তার মধ্যে—দেবতা না দানব ?

সমর। ও কে ? আহা-হা, দেখুন পিতা ! মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অবস্থা দেখুন। উন্মাদ—শোকাচ্ছন্ন—মৃতের মত নির্জীব। ভগবানের আসন যে কেড়ে নিতে চেয়েছিল, বালক-বালিকারা তার গায়ে আজ ধূলি নিক্ষেপ করছে।

রঘুদেব। এইবার ইচ্ছা হয় ঋষির পায়ে মাথা নোয়াতে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র—

### বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। মহর্ষি নয়, আর কিছু বল। শিবায়ন বলে গেছে, “চণ্ডাল-অধম আমি বিশ্বামিত্র ঋষি।” ঠিক কথা বলেছে—ঠিক বলেছে শিবায়ন। এমন শিষ্ট কার ছিল, এত কোমল আর এমনি কঠোর ? শিবায়ন ! শিবায়ন !

সমর। আহুন তপোধন, আপনার সিংহাসন গ্রহণ করবেন।

বিশ্বামিত্র। আবার সিংহাসন ! না—না, সিংহাসনে বড় প্রলোভন ; সিংহাসনের জন্ত আমি জপ-তপ বিসর্জন দিয়েছি—শিবায়নকে ডালি দিয়েছি। যদি কেউ পার, হরিশ্চন্দ্রকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসাত। আমি নিজের হাতে তার মাথায় রাজমুকুট পরাবো। রাজলক্ষ্মী ঠিক বলেছিল, বিশ্বামিত্র মহা-ঋষি হতে পারে, মহারাজ হতে পারে না। রাজা হতে গিয়ে আমি ঋষি হারিয়েছি। আর নয়—এই শেষ। আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, অযোধ্যায় যোগ্য নরপতি মহারাজ হরিশ্চন্দ্র।

রঘুদেব । দোহাই ঋষি, একথাটা একবার সেই চণ্ডালের কাছে গিয়ে বলতে পার ? তুমি না গেলে আমরা হয় তো তাকে ফেরাতে পারবো না ।

বিশ্বামিত্র । উত্তম, তবে তাই চল । তাকে ফিরিয়ে এনে সিংহাসনে বসিয়ে আবার আমি তপস্তায় নিয়োজিত হবো ।

সমর । ব্রহ্মর্ষি ! আমি মাটির মানুষ, তবু আমি দেখতে পাচ্ছি, আবার আপনার অন্তরে ব্রহ্মণ্যদেব অধিষ্ঠিত হয়েছে ; আবার আপনার আশীর্বাণে শুধু তরু মুঞ্জরিত হবে—মুমূর্ষুর জীবন সঞ্চার হবে—ত্রিভুবন আবার আপনার পদতলে লুপ্তিত হবে ।

বিশ্বামিত্র । সমরসিংহ ! আমি আজ বড় দীন ; তোমার কাছে আমার প্রার্থনা—

সমর । প্রার্থনা নয় ঋষি, বলুন আদেশ । [ নতজাহ ]

বিশ্বামিত্র । নিজের জন্ত আমার কোন কামনা নেই । এ রাজ্যে সন্ন্যাসীর স্থান যদি আর না হয়, তাতেও আমার দুঃখ নেই । শুধু এই অহুমতি দাঁও, আমার ত্রিবিদ্ভাসাধনের কাল-যজ্ঞ যেখানে হয়েছিল, সেইখানে আমার শিবায়নের অস্তিমশয়ার জন্ত যেন একটু স্থান হয় ।

সমর । তাই হোক মহর্ষি ! সেই মহাপুরুষের দেহ বন্ধে ধারণ করে অঘোধানগরী ধজ হোক ।

বিশ্বামিত্র । শিবায়ন—শিবায়ন ! কোথায়—কতদূরে ।

[ প্রস্থান ।

রঘুদেব । এসো সমর ।

[ উভয়ের প্রস্থান ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রমশান

রামলগন ও হরিশ্চন্দ্রের প্রবেশ ।

রামলগন । এ কেয়া রে শালে ! ভর রোজ মড়া পুড়িয়ে তু দো রুপিয়া যোজি করিয়েছে ! বুট, ওহি বাত হামি নেহি শুনবে ! বোল, তু কেন্তো চোরি করিয়েছিস ?

হরিশ্চন্দ্র । সত্যি বলছি সর্দার, আমি এক কপর্দকও চুরি করিনি ।

রামলগন । তব দো রুপিয়া কাহে ? তু কেন্তো মড়া পুড়িয়েছিস ?

হরিশ্চন্দ্র । সর্বস্বদ্ধ আমি আজ আটটি শবদাহ করেছি ।

রামলগন । আটগো ? হামি লোগ তিনঠো মড়া পুড়িয়ে সাত রুপেয়া দো আনা রুজি করিয়েছে, আর তু শালে আটগো পুড়িয়ে দো রুপিয়া ? হারামজাদা ! জুরাচোর ! হামি তোকে আভি ঠাণ্ডা করিয়ে দিবে । [ প্রহার ]

হরিশ্চন্দ্র । মার—যত পার মার, এ আমার প্রাণ্য । আমি পত্নী-পুত্রকে বিক্রয় করেছি, তাদের ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারিনি ।

রামলগন । দে—কড়ি দে ।

হরিশ্চন্দ্র । বাবা বিশ্বেশ্বর সাক্ষী, আমার কাছে এক কপর্দকও নেই । আমার দুর্ভাগ্য সর্দার, যারা গরীব—শবদাহ করবার অর্থ যাদের নেই, তারাই আমার কাছে শব নিয়ে আসে । তাদের আর্তনাদ—তাদের অনুরোধ আমি লক্ষ করতে পারি না ।

রামলগন । আরে কড়ি না দেবে তো কাপড়া ছোড়িয়ে লিবি ! তু নোকর আছে, কাহে এত্তা কামিল করতে হো ? দেখো হুঁশিয়ার, হামি কিন বলছে, কড়ি না লিয়ে একঠো মড়া খালাস করবি তো ইয়ে ডাণ্ডা চালিয়ে তুঁহার শির গুঁড়া করিয়ে দিবে—হা । [ প্রহসন ।

হরিশ্চন্দ্র। এই তো জীবন! কাল ছিলাম রাজপ্রাসাদে, আজ এই  
মন্ডার মাথা ভাঙছি। তবু তো অভিমান যায় না বিশ্বেশ্বর! থেকে থেকে  
কেবলি মনে হয়, আমি সেই অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্র, পরিচারিকারা  
আমার ব্যঞ্জন করছে, শৈব্যা আমার পদসেবা করছে, রোহিত আমার বাবা  
বলে ডাকছে। কোথায় গেল তারা? আমার জীবন-উত্তানের সেই পারিজাত  
ফুল কার নিশ্বাসে শুকিয়ে গেল? বাবা বিশ্বেশ্বর! আমার সব নাও, শুধু  
আমার অভাগা ছেলেটাকে শাস্তি দিও।

নেপথ্যে শৈব্যা। ওগো কে আছ, আমার আশানের পথটা বলে দাও।

হরিশ্চন্দ্র। ওই আবার কার ভবের খেলা ফুরিয়েছে। এমন করে  
আমার খেলাও একদিন ফুরিয়ে যাবে! আমি মরবো, শৈব্যা মরবে, রোহিত  
মর—এঁা, জয় শিব শঙ্কু! জয় শিব শঙ্কু!

মৃত পুত্রকোলে শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। ই্যা গা, এই কি আশান?

হরিশ্চন্দ্র। [ স্বগত ] কেন মনটা এমন কাঁদে? কানের মধ্যে কেবলি  
ভেসে আসছে শৈব্যার আর্তনাদ। কেন এ স্মৃতির দাহ? বাবা বিশ্বেশ্বর!  
বিশ্বাস্তি দাও—বিশ্বাস্তি দাও।

শৈব্যা। কে গা তুমি? অন্ধকারে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। বল, এই  
কি আশান?

হরিশ্চন্দ্র। ই্যা, এই আশান। কে মরেছে তোমার?

শৈব্যা। পুত্র।

হরিশ্চন্দ্র। আহা, তুমি নিজেই এসেছ মরা ছেলেকে নিয়ে? তোমার  
বুঝি কেউ নেই?

শৈব্যা। আছে সব; কিন্তু—

হরিশ্চন্দ্র । বুঝেছি ; দাঁও—কড়ি দাঁও ।

শৈব্যা । হায় চণ্ডাল ! আমার ঘে এক কর্পর্দকও নেই । সারারাত্তি  
আশানে আশানে ফিরেছি, কড়ি দিতে পারিনি বলে কেউ আমার মরা ছেলের  
সৎকার করলে না । চোখের জলে কত চণ্ডালের পা ধুইয়ে দিলাম, কেউ  
আমার মুখের দিকে চাইলে না ।

হরিশ্চন্দ্র । কেন চাইবে অভাগিনী ? মড়ার মাথা ভাঙা যাদের ব্যবসা,  
তাদের কি দয়া করলে চলে ?

শৈব্যা । তুমিও তবে অভাগিনীকে দয়া করবে না ?

হরিশ্চন্দ্র । কেন করবো ? আমিও তো চণ্ডাল । কড়ি দাঁও, মড়ার  
পোড়াজিহ্বা ।

শৈব্যা । বাবা বিশেষর সাক্ষী, আমার কিছুই নেই চণ্ডাল । দয়া কর,  
ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন ।

হরিশ্চন্দ্র । না—না, হুকুম নেই ।

শৈব্যা । কামিনীনাথ ! তোমার পুণ্যধামে অর্থের অভাবে আমার মরা  
ছেলের সৎকার হলো না ? তবে আর ওরে কাঙালের ছেলে ! বিশ্বপাবন  
ছত্ৰাশনও যদি তোকে স্পর্শ না করে, আর ওই পতিতপাবনী গঙ্গার জলে  
তোকে ফেলে দিই । [ মৃতদেহ নিক্ষেপের উপক্রম ]

হরিশ্চন্দ্র । করছো কি নারী ?

শৈব্যা । উপায় নেই ; আগুন যাকে স্পর্শ করে না, তার স্থান ওই  
নদীর গীতল জলে ।

হরিশ্চন্দ্র । শব রাখ, আমি সৎকার করছি ।

শৈব্যা । তোমার অন্ন হোক, তুমি রাজরাজেশ্বর হও ।

হরিশ্চন্দ্র । হ্যাঁ গা, কি রোগ হয়েছিল তোমার ছেলের ?

শৈব্যা । রোগ নয় চণ্ডাল, সর্পাঘাত ।

হরিশ্চন্দ্র। চিকিৎসা করিয়েছিলে?

শৈব্যা। কে চিকিৎসা করাবে চণ্ডাল? সব থাকতে আমার—

হরিশ্চন্দ্র। বুঝেছি, তোমার নিষ্ঠুর স্বামী—

শৈব্যা। কাকে নিষ্ঠুর বলছে চণ্ডাল? তুমি জান না, অমন স্বামী কেউ কখনো পায়নি। ভাগ্যদোষে আমি আজ নিঃস্ব, কিন্তু এতে তাঁর কোন অপরাধ নেই।

হরিশ্চন্দ্র। ক্ষমা কর ভদ্রে! না বুঝে অত্যাচার বলেছি। মনটা বড় চঞ্চল ; আমি কেন স্নাজ শুধু মনে হচ্ছে, আমার একটা মহার্ঘ রত্ন হারিয়ে গেছে। আমারও এমনি একটা ছেলে ছিল, আমি তাকে অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি। তার চাঁদমুখানা যখনই আমার মনে পড়ে, আমার চোখের মিনে সমস্ত পৃথিবীটা ঝুলতে থাকে।

শৈব্যা। চণ্ডাল!

হরিশ্চন্দ্র। একটা স্ত্রী ছিল, অমন স্ত্রী কেউ পায়নি। অন্ধকারে তোমার ষ্ট দেখতে পাচ্ছি না; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তোমারই মত ছিল তার মনি বয়স, আর এমনি কণ্ঠস্বর।

শৈব্যা। চণ্ডাল! রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। প্রভাতের পূর্বেই আমার ঘরে যেতে হবে। দয়া করেছ যদি, শীগগির শবদাহ কর।

হরিশ্চন্দ্র। হ্যাঁ, এই যে! এসো বালক।

শৈব্যা। ওঃ, বাবা আমার—

হরিশ্চন্দ্র। কায় জন্ম কীদ অভাগিনী? একদিন সবাই এ শয্যায় শয়ন হবে; দু'দিন আগে আর পিছে। শান্ত হও। ছেড়ে দাও, এ ছেলে আমার নয়। [ শব তুলিয়া লইল ] আঃ, মনের মধ্যে এমন ঝড় বইছে কেন? ন শত শবদাহ করেছে, একটুও ভোটাটিনি। আজ একি ভাবান্তর! আমি একটু কচি দেহ, এমনি একখানা কচি মুখ—[ সহসা বিহ্বল হইয়া ]

এঁয়া, একি—কে? কে? কার এ মুখ? কমা কর দেবি! তোমাকে দেখে আমার—না-না, ভগবান কি এত নিষ্ঠুর? তুমি কে? তুমি—

শৈব্যা। চণ্ডাল! তুমি কেন অমন—

হরিশ্চন্দ্র। আর একটা বিদ্বাং, আর একবার। [ বিদ্বাংস্কুরণ ] এই তো সেই মুখ! মাহুবে-মাহুবে এত সাদৃশ্য! না, ভুল—মায়ী—নিয়তির ছলনা।

শৈব্যা। রোহিত! রোহিত!

হরিশ্চন্দ্র। এঁয়া, রোহিত! তুমি তবে শৈব্যা?

শৈব্যা। কে তুমি? তবে কি যা ভেবেছি, তাই? তুমি সেই? ওঃ, মহারাজ! তোমার এই দশা! [ হরিশ্চন্দ্রের পদতলে পতন ]

হরিশ্চন্দ্র। ছিনিয়ে নিলে বিশ্বেশ্বর! দীনের আকুল প্রার্থনা শুনলে না ঠাকুর? ওরে রোহিত! ওরে দুর্জয় শত্রু! এত দুঃখেও তোর স্বতিটাই ছিল আমার সান্না, তাতেও আমায় বঞ্চিত করলি নিষ্ঠুর? যাক, বেঁচেই বা কি হতো? শৈব্যা! ওঠ অভাগিনী, দু'জনে মিলে পুত্রের সংকার করি এসো।

রঘুদেব ও সমরসিংহের প্রবেশ।

রঘুদেব। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! কই—কই সমর, কোথায় আমার রাজ-রাজেশ্বর? দেখি, কোন নিষ্ঠুর তাকে চণ্ডাল সাজিয়েছে।

হরিশ্চন্দ্র। কে—মন্ত্রিবর?

রঘুদেব। এই যে। ওরে, কেউ একটু আলো দেখাতে পারিস? আমি একবার দেখবো এই চণ্ডালের মুখখানা। ওঃ, রাজা! তুমি আজ চণ্ডাল?

শৈব্যা। দুর্ভাগ্যের এই তো শেষ নয় সচিব! আরও আছে।



রঘুদেব। কে, আমার মা নয়? সময়, দেখছো সময়! আমার রাজরাজেশ্বরী মা আজ কাঙালের বেশে! কই মা, আমার দাছ কই?

শৈব্যা। ওই দেখ, অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত।

রঘুদেব। এঁা, দাছ নেই? রোহিত নেই? রাজা! তুমি করেছ কি? রোহিত—রোহিত! কথা কইবি না দাছ? ওরে, আমি যে তোকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

সময়। মহারাজ! আমার বলবার মুখ নেই, তবু বলছি,—ফিরে চলুন মহারাজ আপনার সিংহাসনে।

হরিশ্চন্দ্র। কার সিংহাসন? কে নেবে সময়?

সময়। সিংহাসন আপনার; বিশ্বামিত্র নিজেই আপনাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করতে আসছেন। আহুন মহারাজ! অযোধ্যায় গিয়ে দ্বুভ-চন্দনে আমরা কুমারের শবদাহ করবো।

হরিশ্চন্দ্র। শৈব্যা! চেয়ে দেখ, সময় আমার নিতে এসেছে। সেই সময়, যে একদিন আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিল। এও তো ভগবানের দয়া। সময়! আজ আমি পুত্রহীন, তবু আমার প্রাণে আনন্দ ধরছে না; আমার সর্বস্ব গেছে, তবুও তোমাকে ফিরিয়ে পেয়েছি। এসো ভাই, কাছে এসো—আমার আলিঙ্গন কর।

শৈব্যা। মন্ত্রিবর! রাজি প্রভাত হলো যে! ছেড়ে দিন, ওর মধ্যে আর কিছু নেই।

বিশ্বামিত্রের প্রবেশ।

বিশ্বামিত্র। হরিশ্চন্দ্র! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে এসেছি।

হরিশ্চন্দ্র । অপরাধী করবেন না ঋষি ! আমি আপনার চরণের রেণু—  
আপনার আজ্ঞাবাহী দাস ।

বিশ্বামিত্র । তাহলে আমার আদেশ পালন কর বৎস ! তোমার রাজ্য  
তুমি ফিরিয়ে নাও ।

হরিশ্চন্দ্র । কার জন্ত রাজ্য নেব মহর্ষি ! এই দেখুন আমার শিশুপুত্রের  
স্বত্বদেহ ।

রঘুদেব । বাঁচিয়ে দিতে হবে । তোমারই জন্ত এত অনর্থ । দাঁও—  
বাঁচিয়ে দাঁও, আমরা সবাই তোমার পদানত হয়ে থাকবো ।

বিশ্বামিত্র । হায়, শক্তির অপব্যয় করেছি । আজ যদি সে শক্তি  
থাকতো—

রত্নাকরের প্রবেশ ।

রত্নাকর । রোহিত ! রোহিত !

শৈব্যা । বাবা ! ওই দেখ, রোহিত মরণের কোলে । ওরে রোহিত !  
ওরে মাণিক !

রত্নাকর । কাঁদিসনে মা ! আমার মুখ দেখে সস্থ কর । আমি কেমন  
হাসছি দেখ ; তোর মত আমিও আজ পুত্রহীন ।

শৈব্যা । তুমিও পুত্রহীন ?

রঘুদেব । কে, রত্নাকর নয় ?

শৈব্যা । সে কি, তুমি রাজবিদূষক ? আমি তোমারই ক্রীতদাসী ?

রত্নাকর । কে বললে মা, তুমি ক্রীতদাসী ? আমি তোকে সমস্ত দাস  
হতে মুক্তি দিচ্ছি ।

বিশ্বামিত্র । ব্রাহ্মণ ! আমারই জন্ত তুমি কূটরোগগ্রস্ত । তুমিই যথার্থ  
ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল । আমার আজ আর কোন শক্তি নেই । তবু আমি

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, ভগবান তোমাকে রোগমুক্ত করবেন ; তুমি  
 ঈশ্বর-যৌবনের অধিকারী হয়ে জগতের কল্যাণ সাধন করবে।

রত্নাকর। ঋষি ! তুমি আমার রোগ দিয়েছ, সে তোমার অভিশাপ নয়—  
 আশীর্বাদ। আমার এতে কোন দুঃখ নেই ; কিন্তু দোহাই ঋষি ! এই  
 ছেলেটাকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।

বিশ্বামিত্র। শক্তি নেই—শক্তি নেই।

রত্নাকর। আছে, তুমি বুঝতে পারছো না। বল—একবার বল “রোহিত  
 ঋষি উঠুক।” জগত তোমায় চণ্ডাল বলে আজ ব্যঙ্গ করছে, তুমি দেখিয়ে  
 দাও—বিশ্বামিত্র মরেনি, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব লুপ্ত হয়নি।

বিশ্বামিত্র। বিশ্বনাথ ! এমন আকুলভাবে কখনো তোমায় ডাকিনি। আমার  
 শব্দই গেছে। যদি একবিন্দু তপস্যার ফল অবশিষ্ট থাকে, তাও থাক ; আমি  
 অনন্তকাল নরকে পড়ে মরবো, তাতেও দুঃখ নেই, তবু এই শিশুর পুনর্জীবন  
 স্মৃত হোক।

## গীতকণ্ঠে দেবাসীষের প্রবেশ।

দেবাসীষ।—

গীত

নাহি ভয়—নাহি ভয়।

পাষণ্ড ভেদিয়া উঠেছে জাগিয়া শিব শঙ্কু মৃত্যুঞ্জয়।

বিশ্বাসে তার পলায়েছে দূরে মরণের ঘন কালিমা,

নব বসন্ত খুলিয়াছে ঘর, কাটিয়াছে ঘোর দুঃখ নিশায়,

পুণ্য বাঁধনে পড়িয়াছে বাঁধা শঙ্কর দয়াময়।

রোহিতাশ্ব। মা ! মা !

শৈব্যা। রোহিত ! [ বৃকে জড়াইয়া ধরিল ]

রঘুদেব। বিশ্বামিত্র মরেনি—ব্রাহ্মণ মরেনি।

দামবীর

[ পঞ্চম অঙ্ক ]

সকলে । জয় মহর্ষি বিশ্বামিত্রের জয় !

বিশ্বামিত্র । তবে এইবার চল রাজা তোমার সিংহাসনে ।

হরিশ্চন্দ্র । প্রভু ! আমি যে ক্রীতদাস ।

নেপথ্যে । মূক তুমি হরিশ্চন্দ্র । তোমার প্রভু চণ্ডাল নয়, দেবাদিগণের  
বিশেষ্বর ।

সকলে । জয় শিব শত্ৰু ! জয় শিব শত্ৰু !



# সর্বজনপ্রিয় ও উচ্চ প্রশংসিত বিভিন্ন স্বাদের যাত্রার নাটক

## পৌরাণিক নাটক

ব্রজেন বাবু- রক্তের আলপনা, শম্ভুচূড়বধ বা দেবতার গ্রাস, কুরুক্ষেত্রের আগে, সীতার বনবাস বা রাজলক্ষ্মী, দানবীর বা হরিশচন্দ্র, গন্ধর্বের মেয়ে, সারথি বা কুক-শকুনি, প্রবীরাঙ্কন বা মাতৃপূজা, লীলাবসান। প্রসাদ ভট্টাচার্য- পূজারী দানব, শ্রীকৃষ্ণনিমাই, গন্ধার পুত্র ভীষ্ম, থামাও অগ্নিযুদ্ধ, উত্ত ও ভগবান, কুরুক্ষেত্রের কান্না, মহাতীর্থ কালীঘাট। বিনয় বাবু- পগমুক্তি, ফুল্লরা (মা) গুরুদক্ষিণা, সাপুড়ের মেয়ে।

## ঐতিহাসিক নাটক

ব্রজেনবাবু- কালো সওয়ার, জাহান্দার শাহ, ভৈরবের ডাকে, নেকড়েের থাবা, জনতারমুকুট, সতীঘ ঘাট, বর্গী এল দেশে, বালীর রাণী, রাজসন্ন্যাসী, চাঁদের মেয়ে, রূপবতী বা গাঁয়ের মেয়ে, রক্ততিলক, বাঁশের বাঁশী, চাষার ছেলে, বঙ্গবীর, ভক্তকবি জয়দেব, বিচারক, ভারতীর্থ, রক্ত-পিপাসা। প্রসাদবাবু- লুটেরা বান্দা, হারেমের কান্না, কালাশের; সম্রাট ও সতী, রক্তাক্ত বিপ্লব, এক ফোঁটা রক্ত, কেন এই রক্তপাত, বিদ্রোহী বান্দা, মোগলহাটের সন্ধ্যা, বাংলার ডাকাত, বাঙালী আজও কাঁদে, অজ্ঞেয় বাঙালী, শেষ অভিযান, পরাজিত সম্রাট, সাত খুন মাফ। অমরপ্রেম, সেলাম দিল্লীর মসনদ।

আঁকাদেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাভিনোদ রচিত

## অভিনয় শিক্ষা

ভৈরববাবু- রক্ত দিয়ে গড়া, রক্ত খাগির ঘাট, খুনের জবাব। গৌরভড়- বৌবেগম, কণ্ঠহারী ন্যায়দণ্ড, ভাঙাগড়া। শিবাক্ষী রায়- একমুঠো আগুন, বাদশা-বাঁদী, জলন্তপ্রাসাদ। আনন্দময়- নাদির শাহ, মহারাজ প্রতাপসিতা, জীবনতৃষ্ণা। দেবেন নাথ- কুবির ককাল, বাঘাদিত্য, মৃত্যুবাসর, ছেলে কার, সূর্যমহল, গরমিল।

## সামাজিক নাটক

ব্রজেন দে- স্বামীর ঘর, সমাজের বলি। জিতেন বসাক- জীবন্ত পাপ, দেনা পাওনা, পদ্মদিগির মেয়ে। নির্মল মুখার্জী- বরগীয়া বধু, স্ত্রী ও পরস্ত্রী, যা তুমি দেবী, বারবনিতা বধু, জীবন থেকে নেওয়া, গরীব কেন মরে, মমতাময়ী মা, মানবী দেবী, মরমী বধু। প্রসাদবাবু- মালা-চন্দন, বাসেব বিধবা বধু, সাধু-শয়তান, নীড় ভাঙা ঝড়, পলাশডাঙার বৌ, হতভাগিনী মা, মানুষ না জানোয়ার, যে আগুন চলছে, সোনা ডাঙার মেয়ে। কমলেশ বাবু- সোনা বৌ, দুঃস্বপ্নের রাত্রি, নীচের পৃথিবী, মানুষ নিয়ে খেলা। চতীবাবু- পাষণ প্রতিমা, প্রেম আছে প্রিয়া নেই, নিষিদ্ধ সমাজ, পতিতা যদি মা হয়, রক্তঝরা রাত্রি, হকার, বাতাসী। দেবেন বাবু- মৃত্যুর চোখে জল, সাঁইসিরাজ বা লালন ফকির। রঞ্জন বাবু- গাঁয়ের মেয়ে গন্ধা, কুলি, পাগলা ডাক্তার, চরিত্রহীন, সাগরিকা, বিবেকের চাবুক, সূর্যসাক্ষী, সাজাহান আজও কাঁদে, জীবন-মরুপ্রান্তে বা জাল সন্ন্যাসী, সন্ধ্যা-প্রদীপ-শিখা, পরস্ত্রী, স্বামী-সংসার সন্তান, বিদ্রোহী বাংলা, লালিতা জননী। কানাই নাথ- মায়ার বাঁধন, মা ও ছেলে, নিয়তির অভিলাষ, বাঁকজী বধু। অনিল বাবু- বাগী ডাকাত, রাজবিদ্রোহী, চাবুক, সতীর চোখে জল। জ্যোতির্ময় দে- বিশ্বাস- হজুর বিচার চাই, লয়প্রস্টা মেয়ে, স্বপ্নের ভীটে স্বর্গ, অহল্যাব দুম ভাঙছে, নিষিদ্ধ প্রণয়, কসাই খানার মা, ছয়বেশী পাপ।

॥ ডায়মন্ড লাইব্রেরী ॥ ৩৬৮ রবীন্দ্রসরণী

কলিকাতা- ৭০০০০৬ ॥ পোষ্ট বক্স নং ১১৪৪৯